BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

জোর বরাত।

(নাটিকা)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ২২শে কার্ত্তিক সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

অগ্রহায়ণ সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রকাশক—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন

কলিকাতা।

দি ষ্টার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।

৩০নং শিবনারায়ণ দাসের লেন

কলিকাতা।

প্রিণ্টার - শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী—

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি, এ, মহাশয়,

করকমলেষু—

প্রিয় মিত্র মহাশয়,—

চারিদিকে ভূপেন বাবুর "জোর বরাত" আপনি প্রচার করিলেও— আমি মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে চাই—যে, "জোর বরাত" আমার মোটেই নয়,—বিশেষতঃ ন্যাট্যজগতে ; তাহার প্রমাণ—আমার "পেলারাম !" তবে "জোর বরাত" যে আপনার,—তাহার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে,—ভীষণ ভাগ্যযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও এখনও আপনি মাথা তুলিয়া,—আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ! মাঝদরিয়ায় ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে—ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাতে বিপর্য্যস্ত আরোহীপূর্ণ নৌকাখানি অলৌকিক ধৈর্য্য, সাহস ও উৎসাহের সহিত আপনি প্রায় কুলের সন্নিকটে যখন আনিতে সক্ষম হইয়াছেন,—তখন "জোর বরাত" যে আপনার,—সে বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ! সুতরাং—আমার এই ক্ষুদ্র নাটিকা "জোর বরাত" অতি আনন্দের সহিত আপনার "জোর বরাত" বুঝিয়া আপনারই করে অর্পণ করিলাম। ইতি—

বশংবদ—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

নাট্যোক্ত পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

আমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতাবাসী উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবক।
দোলগোবিন্দ ঘোষাল	ঐ পিস্তুতো ভ্রাতা।
জয়শঙ্কর রায়	বাসবেদপুরের জমীদার।
পটলচাঁদ	ঐ ভাগিনেয়।
কামিনীসেবক	ঘটক।
হরিপদ, বিশ্বম্ভর, মাণিক, শম্ভু, বিধু	আমোদকুমারের বন্ধুগণ।
নেপাল	ঐ ভৃত্য।
গুর্ম্মুখলাল	সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার।
চন্দনলাল	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রতিবেশীগণ, ভট্টাচার্য্য, চাপ্রাশি, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

প্রভারাণী	জয়শঙ্করের কন্যা।
দনুজদলনী	ঐ ভাগিনেয়ী।
বট্-ঠাকুমা।	
এলোকেশী	ঘটকী।
রঙ্গনীগণ।	

"জোর বরাত" নাটিকার প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনয়সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ :—

প্রোপ্রাইটার	শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
রিহার্স্যাল্ মাষ্টার	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
অপেরামাষ্টার	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। (কড়িবাবু) শ্রীলালবিহারী ঘোষ।
সুরসংযোজক	শ্রীভূতনাথ দাস।
হারমোনিয়ম্-প্লেয়ার	এস্, সি, পাল্ (বিদ্যাভূষণ)
ষ্টেজ্ ম্যানেজার	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
আমোদকুমারের ভূমিকায়	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
দোলগোবিন্দের ,,	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
জয়শঙ্করের ,,	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
কামিনীসেবকের ,,	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
নেপালের ,,	শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য।
পটলচাঁদের ,,	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
গুর্ম্মুখলালের ,,	শ্রীরামকালী [illegible]পাধ্যায়।
হরিপদর ,,	শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র।
বিশ্বম্ভরের ,,	শ্রীপূর্ণচন্দ্র নন্দী।
মাণিক ,,	শ্রীনীলকৃষ্ণ রায়।
শম্ভুর ,,	শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বিধুর ,,	শ্রীপঞ্চানন দাস।
চন্দনলালের ,,	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।
প্রভারাণীর ,,	শ্রীমতী ননীবালা (গুহা)।
দনুজদলনীর ,,	শ্রীমতী শশীমুখী।
এলোকেশীর ,,	শ্রীমতী প্রকাশমণি।
বউ-ঠাকুমার ,,	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

জোর বরাত

[illegible] R[illegible]DING LIBRARY
CALCUTTA

(নাটিকা)

প্রস্তাবনা।

বরা[illegible] ভাই মান্‌তেই হবে।
তা'ব'লে [illegible] ঘরেতেই পড়ে রবে ?
(তবু) বরাতটা ভাই মান্‌তেই হবে ॥
বরাতে লেখা ব'লেই ফকীর আমীর হয়,—
রাজার ছেলে পায় না খেতে,—
(সেটা) বরাত ভিন্ন নয় ;—
(যখন) বজ্রাঘাতে—সাপের মুখে,—
(কিম্বা) মরে জলেতে ডুবে,—
(তখন) বরাতটা ভাই মান্‌তেই হবে ॥
জ্বল্‌'লো ধূ ধূ মুখের-গরাস,
(চোখে) দেখ্‌তে দিলে না,
কত লোকের অন্ন যাবে,—
(অগ্নিদেব) মনেও নিলে না ;
মিছে—কার ওপোরে রোষ ?
সেতো—সবই বরাতদোষ !
আপ্‌শোষ্‌ নেই,—শাস্ত্র মেনেই,
(কাজে) উদ্যোগী সব হও ভবে ;—
(কিন্তু) বরাতটা ভাই মান্‌তেই হবে ॥

N.S.L.

Acc. No. 5297

Date 30.11.97

Item No. B/B 3271

Don. by

M...

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Call No.......................
Accession No. ৪৫২৩
Date of Accn. ২৪-১২-৬৩

জোর বরাত !

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমোদকুমারের বহির্ব্বাটীর কক্ষ। কক্ষের পশ্চাদ্ভাগের গবাক্ষ উন্মুক্ত। টেবিল, চেয়ার, শোফা ইত্যাদি সজ্জিত। আমোদকুমার বিষণ্ণভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট।

আ। উপায় কি ? টাকার ভাবনা আর তো ভাব্‌তে পারিনা ! হাতির মতন খরচ সংসারের ! তার ওপর—নিত্য নিত্য পাওনাদারের তাগাদা ! ঘরে বাহিরে অশান্তি ! উপায়তো কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছিনা !

(নেপাল ভৃত্যের প্রবেশ)

নে। এয়ার বন্দুকরা কখনো ভদ্রনোক হয় ? বিশেষ সহুরে বাবু যারা ?

আ। কি হয়েছে নেপাল ?

নে। হবে আবার কি ? এই তোমার যত এয়ার বন্দুক সব ছোটনোক, সব নচ্ছার,—তা আমি তোমায় সাফ্‌ কথা বলে দিনু দাদাবাবু !

আ। ছি ছি—আমার বন্ধুদের গাল দিচ্ছিস কেন ?

নে। না—গাল দেবেনা, সকলকে ধানদুর্ব্বো দিয়ে পূজো ক’র্ব্বে ! সকাল থেকে দলে দলে নোক এস্‌তে নেগেছে ! একা মানুষ—কত ভাগাব ? যত বলি—“বাড়ীতে নেই, দাদাবাবু বেইরে গেছে”—তবু পিত্যয় করেনা !

আ। কেন? মিথ্যে কথাই বা বলিস্ কেন? যে আস্‌বে—দেখা কর্ত্তে দিলেই হয়! তোর কি ইচ্ছে যে আমি বন্ধুবান্ধব সব ত্যাগ করি?

নে। বন্দুক্ কোন্ শালা? যতক্ষণ তোমার টাকা সচ্ছল ছিল—ততক্ষণ ঢের স্মুমুন্দি বন্দুক হয়ে এস্‌তো! এখন কর্ত্তাবাবুর মর্ব্বার পর দেখ্‌তিছি কিনা তোমার একটু টানাটানি পড়েছে,—এখন বন্দুক সব কামান হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আ। তোর ওসব কথায় দরকার কি বাপু? তুই চাকর,—চাকরের মত থাক্‌বি,—অবিশ্যি বাইরের লোকের কাছে! তুই এ রকম করিস্—লোকে মনে করে—আমারই সব শেখানো!

(হরিপদ, বিশ্বম্ভর, মানিকলাল, শম্ভূ ও বিধুভূষণের প্রবেশ).

হরি। শেখানো তো তোমার নিশ্চয়ই আছে! নইলে—ও ব্যাটা চাকরের সাধ্যি কি—আমার মত বড় লোককে মিথ্যে কথা ব'লে ভাগিয়ে দেয়!

বিশ্ব। ব্যাটা চাকর—ছোটলোক—পাজী! ব্যাটাকে জুতিয়ে লবেজান করে দোবো—

(অগ্রসর ও আমোদকুমারের বাধা দেওন)

আ। কি—কি—কি হয়েছে বিশ্বম্ভর? ব্যাপার কি?

বিশ্ব। ব্যাটা কট্‌মটিয়ে চেয়ে রয়েছে দেখনা! ব্যাটাকে মেরেই ফেল্‌ব!

নেপাল। হাঁ—মারে সবাই—লাও—লাও বাবু—হাঁ!

বিশ্ব। শুন্‌ছ? শুন্‌ছ? ব্যাটার কথা শুন্‌ছ?

আমো। তুই এখান থেকে যা নেপাল! কি—ব্যাপার কি—তোমরা তো কেউ কিছু বল্লেনা!

হরি। যখুনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি—

সকলে। বলে—"বেইরে গেছে"!

নে। তা ঘরে না থাক্‌লে কি বল্‌ব—ঘরকে আছে?

বিশ্ব। খবরদার বেটাচ্ছেলে— মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্—

হরি। নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো—

নেপা। দেখ—দেখ দাদাবাবু—ওনারা অনেকক্ষণ থেকে "জুতোবো জুতোবো" ক'চ্ছে,—আমি কিন্তু রাগ্‌লে মুস্কিলাৎ হবে বলে দিচ্ছি—

আমো। ওরে বাপু নেপাল—তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি—তুই এখান থেকে যা—

নেপা। আ—রাম রাম রাম—কি বল দাদাবাবু! (পদধুলি গ্রহণ)। এই আমি চল্লুম বাড়ীর মধ্যে! মোদ্দা ঐ বাবুদের কত জোড়া জুতো আছে একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়! আমি ব্যাটা আগুরির পো,—দশ বছর বয়েস অব্‌ধি মায়ের দুধ খেয়েছি! হঁা—

(নেপালের প্রস্থান)

হরি। চাকরকে দিয়ে অপমান? খুব ভদ্রতা শিখেছ তো আমোদ?

আ। আমার কি দোষ ভাই?

বিশ্ব। তোমার দোষ নেই? তুমি কচি খোকা? তুমি কিছু জাননা?

মাণিক। আমার চাকর হ'লে—আমি এখুনি ওকে Shoot কর্ত্তুম!

শম্ভু। আমি কিন্তু ব্যাটাকে ছাড়বোনা! চাকর মনিব,—দুজনকার নামেই Defamation Suit আন্‌ব!

বিধু। তার আগে—ও ব্যাটাকে আচ্ছা করে দু চার ঘা দিয়ে,—হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই,—তারপর অন্য কাজ!

আ। যেতে দাও ভাই—যেতে দাও! ছোটলোক—তায় মুক্খু,—ওর সঙ্গে কি ঝগড়া বিবাদ ক'র্ত্তে হয়? কিছু মনে করোনা, আমি ওকে আজই dismiss ক'চ্ছি!

হরি। চাকরের এত বড় আস্পদ্দা?

বিশ্ব। ব্যাটা বলে কিনা—"বাবু বল্লে—তিনি বাড়ী নেই"! একি একটা কথা?

অন্য সকলে। নাঃ—ছাড়া হবে না! we challenge—ডাকো ব্যাটাকে! come along—বেরিয়ে আয় ব্যাটা—

আমো। আমি হাতে ধরে মাপ চাইছি—তাতেও কি তোমাদের রাগ পোড়লোনা? কি ক'র্ব্ব,—ওর মুখই ঐ রকম! বাবার পেয়ারের খান্সামা ছিল,—আমার দেড় বছর বয়স থেকে মা মর্ব্বার পর আমাকে বুকে করে মানুষ করেছে! বাবা ছ মাস শয্যাগত ছিলেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে,—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে তাঁর সেবা করেছে! কাজেই একটু license দিতে হয়,—একটু অন্যায় আব্দার সহ্য ক'র্ত্তে হয়!

হরি। তার ওপোর বোধ হয় দু চার বছরের মাইনে দিতে পারনি?

আ। না না—ওকথা ব'লছ কেন ভাই? চাকর বাকরের মাইনে আমি কখনো বাকী রাখি না!

বিশ্ব। হ্যাঁ—সে আমরা জানি! দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে আছে! তা যাক্,—আমার দেড় মাসের সুদটা যে পাওনা হ'ল, সেটা দেবার কি আজও সুবিধে হ'লনা?

আ। তা—তা—তা—পুরো দেড়মাস তো এখনো হয়নি! আজ তো মাসের তেশ্‌রা! একমাস তিন দিন না যেতে যেতেই এত কড়া তাগাদা?

বিশ্ব। তা কি আবার? হ্যাণ্ড্‌নোটে টাকা দিইছি,—মাসের ১লা সুদ দিতেই হবে!

আ। কাল নিশ্চয়ই দোবো!

হরি। আর এক জায়গা থেকে ধার ক'রে দিতে হবে তো?

মাণিক। হ্যাঁ—সে কথা আর একবার ক'রে ব'ল্‌তে? আমার কাছে সেদিন ৪ পৃষ্ঠা এক চিটী লিখে হাজার টাকা চেয়েছিল!

আ। তুমি তো দিলে না, তবে আর শুধু শুধু সে কথা তুলে আমাকে Expose ক'চ্ছ কেন?

মাণিক। শুধু হাতে আমি টাকা দোবো? এমন গাধা আমি নই! বাড়ী মর্ট্‌গেজ্‌ রাখ—গয়না বন্ধক্‌ রাখ—

আ। সেওতো হয়ে গেছে! ৫০০০৲ টাকার গয়না রেখে দু হাজার টাকা দিয়েছ! থাক্‌—ও প্রসঙ্গে আবশ্যক কি? টাকা যে শুধু হাতে তোমাদের কাছে পাওয়া যাবেনা,—এটা আমি বাবা মরবার আগে বুঝিনি,—এখন বুঝ্‌ছি! তাহ'লে বিশ্বম্ভর—তোমায় সুদটা কাল পাঠিয়ে দোবো এখন! আজ আমার বিশেষ একটু কাজ আছে,—আমি এখুনি বেরুব! তোমরা কি এখন বস্‌বে?

হরি। তোমার এখানে বস্‌লেই তো তুমি দুশো পাঁচ্‌শো ধার চেয়ে ব'স্‌বে! তার চেয়ে অন্যত্র একটু আড্ডা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত! কি? হাস্‌ছ যে?

হাস্‌ছি—তোমাদের রকম দেখে—তোমাদের কথা শুনে! দু বছর আগে পর্য্যন্ত,—এই তোমরা—আমার পায়ে কাঁটাটী ফুট্‌লে, দাঁতে করে সকলে তুলে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'তে! আজ যে কোন কারণে

হোক,—আমি অবস্থাহীন দেনদার হ'য়ে পড়িছি, আর সেই বন্ধুত্ব—সেই স্নেহভালবাসায় একেবারে "দ" পড়ে গেল ?

হরি। তুমি এম্—এ পাশ করেছ, এম্—এস্—সি পাস করেছ,—সে বুঝি কপি (copy) করে ? দুনিয়ার খাতির কিসের তা জান্না ? বলে "দুনিয়াটা কার ?" "দুনিয়া টাকার" ! এও তোমায় নতুন ক'রে ব'লে দিতে হবে নাকি ? হা—হা—হা—হা—

আ। হ্যাঁ। ঠিক কথা ভাই—ঠিক কথা ! আগে সেটা বুঝ্‌তে পারিনি ! তা যাক্—এখন থেকে তোমাদের সঙ্গে কি দেখা সাক্ষাৎ ক'র্‌বনা ?

বিশ্ব। দেখা সাক্ষাৎ তো তুমিই বন্ধ করে দিয়েছ ! আমি আমার সুদের তাগাদার জন্যে—এদের জোর করে একবার ধরে নিয়ে এলুম ! নইলে আজ আমাদের Libraryর anniversary,—মস্ত গার্ডেন পার্টি,—দমদমার ভৈরব চাঁদের বাগানে !

বিধু। তোমার নেমন্তন্ন হয়নি আমোদ ?

আ। হয়নি বলেই তো মনে হ'চ্ছে ! অথচ আমি প্রায় দু হাজার টাকার বই লাইব্রেরীতে দিয়েছি ! আমার বাবা নগদ ৫০০৲ টাকা দিয়ে Life মেম্বার হয়েছিলেন—

হরি। Business is business ! তোমার বাবা Life member হয়েছিলেন, তা বলে তো সে খাতির তোমায় করা যেতে পারে না ! আর দু এক হাজার টাকার বই কবে প্রেজেণ্ট (Present) করেছিলে, তার জন্যে তো তোমায় দুখানা করে বই মুফ্‌তো প'ড়তে দেওয়া হ'চ্ছে—সেটা বল !

বিশ্ব। এ গার্ডেন পার্টির পাঁচ টাকা করে minimum চাঁদা ! তুমি এখন দেবে কোত্থেকে ?

মাণিক। তা—তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমাদের সঙ্গে যেতে পার!

আ। না—অত আপ্যায়িত করে কাজ নেই,—তোমরা যাও—আমার কাজ আছে—

হরি। আমি বলি কি আমোদ—বাড়ীখানা বিক্রী কর,—মোটর দুখানা রেখেছ মিছে,—সাতজন্ম তো চড়োনা! চড়বে কোথা থেকে? সফারকে মাইনে দিতে পারনা; তার উপর Petrol খরচও জোগাতে পার্ব্বেনা!

আ। আচ্ছা সে পরামর্শ যখন তোমার কাছে চাইব—তখন দিও,—এখন সরে পড়ো দিকি—

বিধু। উঃ—বিষ নেই কুলোপানা চক্করটুকু এখনো খুব! এস হে এস! (ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্) Insolvent এর হাওয়া লাগানো শাস্ত্রে নিষেধ!

(দোলগোবিন্দের প্রবেশ)।

দো। কোন্ শালা বলে? গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যের ছেলেকে (ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্) Insolvent বলে কোন্ শালা? তার তো নাম জানিনা!

আ। এই যে ছোড়দা—ছোড়দা এসেছ! আমি তোমার কাছে এখুনি—

দো। যেতে হবে কেন? আমি তোর পিস্‌তুতো ভাই—তোর বাপের খেয়ে আমি মানুষ! এখনও তোর বাপের দৌলতে ক'রে খাচ্ছি—

হরি। তা খাচ্ছ খাও! মোদ্দা—আমাদের গাল দেবার তোমার কোনও অধিকার নেই ছোড়দা!

দো। আল্‌বৎ আছে! আমি অনেকক্ষণ থেকে ও পাশের দালানে দাঁড়িয়ে তোমাদের লম্বাচওড়া কথাবার্ত্তা শুনিছি! শুনে গায়ের রাগ গায়ে মেরে চুপ করে ছিলুম! এক একবার মনে হ'চ্ছিল,—থাক্! কিন্তু আর বরদাস্ত হ'ল না! বেরিয়ে পড়লুম!

(ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্‌) Insolvent? আমার মামাতো ভাই আমোদকুমার বাঁড়ুয্যে, Government Contractor স্বর্গীয় গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে রায় বাহাদুরের পুত্র, স্বর্গীয় রাজেশ্বর বাঁড়ুয্যে দেওয়ান বাহাদুরের পৌত্র, স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুয্যে মহামহোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র—স্বর্গীয়—

আ। থাক্—থাক্—ছোড়দা—আর চোদ্দপুরুষের নাম ধরে বিরোধ করে কাজ নেই! সত্যিইতো দাদা—আমি এখন Insolvent! ওরা অন্যায় বলেনি—

দো। কোন্ শালা বলে—বলুক না তোকে Insolvent! এই Horizontal Barএ dead-circle ঘোরা কব্জি,—এরই ঘুসো,—একেবারে বদন বিগ্‌ড়ে দোবো! বলুক্ না কেউ একবার!

হরি। ছোড়দা—বেশী মেজাজ দেখিও না! মনে থাকে যেন—এটা ইংরেজ রাজত্ব! পুলিসের দাপট এখানে কম নয়!

দো। আরে রেখে দে তোর পুলিস্! পুলিস্‌কে ভয় ক'র্ব্বে—চোর, ডাকাত, কোকেনSmuggler, জোচ্চোর—জালিয়াৎ! ন্যায্য কারণে ছুটোচারটে ঘুসো টুসো রদ্দা টদ্দা ঝাড়বো, তার জন্যে পুলিস্‌কে ভয় করেনা দোলগোবিন্দ ঘোষাল!

হরি। Insolventকে insolvent ব'ল্‌ব, তার জন্যে ভয়টা কিসের? বংশপরিচয় তোমার মামাতো ভায়ের আছে, আমাদের নেই?

দো। অন্য লোকদের থাক্‌তে পারে—সবার কথা তো আমি বল্‌ছি না! কিন্তু তোমাদের কার আছে বাবা ফিরিস্তি ঝাড়ো দিকি! তুমি হরিপদ মিত্তির,—তোমার বাপতো শ'বাজারের রাজবাড়ীর গোমস্তা ছিল, তোমার ঠাকুদ্দার নাম—তোমার পৈতৃক জন্মভূমির নাম

পর্য্যন্ত কেউ জানেনা! মনিব মেরে—চুরি চামারি করে—হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'চ্ছ—

আ। তোমার পায়ে পড়ি ছোড়দা—তুমি আমাদের বাড়ীতে বসে—আমার বন্ধুদের অপমান করোনা—

বিশ্ব। হরিপদ! এ অপমান তুই সহ্য কর্ব্বি? কালই ওর নামে defamation নিয়ে আস্‌তে হবে!

দো। আরে—যা—যা—বিশে—যা! তোরও কুলুচি আমার জান্‌তে বাকি নেই! তোর জ্যাটা—বিন্দু চক্কোর্ত্তির হোটেলে হাঁড়ি কাবাব রাঁধতো! তোর বাপ্‌ রেলির বাড়ীর গুদাম সরকারি ক'র্ত্ত! চোটায় টাকা খাটিয়ে আর কাপ্তেন ধরে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়ে দু পয়সা ক'রে আজ ফোর্ড্‌ গাড়ীতে চেপে তোর সেই বাবা গড়গড়া টান্‌তে টান্‌তে যায়—

বিশ্ব। আমোদ! কালই পত্রপাঠ আমার সুদ আসল সমস্ত চুকিয়ে দিতে চাও! আমি তোমার Handnoteএ আর টাকা ফেলে রাখ্‌বনা,—বুঝলে?

দো। সেই জন্যেই তো এত লম্বা চওড়া কথা কইছি! কত টাকা ওর কাছ থেকে নিয়েছিস রে আমু? পাঁচশো বুঝি?

আ। হ্যাঁ।

দো। দে—ফেলে দে! এই নে এখুনি সুদ চুকিয়ে—টাকা ফেলে দে! সুদ কত? কুড়ী টাকা মাসে বুঝি? 48%! উঃ—চামার—চামার!

বিশ্ব। আমি তো যেচে দিইনি,—নিয়েছিল কেন?

দো। বেশ করেছিল নিয়েছিল! নাও,—হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ এনেছ?

বিশ্ব। হ্যাণ্ড্‌নোট কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরি নাকি ?

দো। যাও বাড়ী গিয়ে হ্যাণ্ড্‌নোট নিয়ে এস,—নয়তো আমরা কোর্টে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে আসব !

মাণিক। তা'হলে আমার কাছে যে গহনাগুলো আছে—

দো। এক্ষুনি এক্ষুনি ! এই মুহূর্ত্তে ! তুমি দাদামণি একেবারে কাল কেউটে ! পাঁচ হাজার টাকার গহনা রেখে ৩ হাজার টাকা দিয়েছ ! যাও—পত্রপাঠ নিয়ে এস—নইলে তোমার নামে আমরা Theft চার্জ্জ্ দোবো ! যাও—নিয়ে এস—

মাণিক। কি বল আমোদ ?

দো। আমোদ বল্‌বে কি ? বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? এই দেখ নোটের তাড়া ! যাও—অভি গহনা লেয়াও ! আমি বল্ এখুনি Handnote গহনা নিয়ে আসতে ! বল বলছি—

হরি। চল হে চল ! টাকাগুলো তো সব মারা যাচ্ছিল তোমাদের,—আদায় হয়ে যায় যদি—মন্দ কি ?

দো। তোমাদের মতন জোচ্চরবংশের ছেলে পেয়েছ কিনা ?

মাণিক। বুঝিছি ছোড়দা, আত্মীয়তা ক'রে মামাতো ভায়ের বিষয়গুলো ভোগা মার্ব্বার মতলবে আছ !

দো। ভোগা মার্ব্ব তোর বাবার বিষয়,—তাতে পুণ্যি আছে,—কারণ "তস্করের ধনে বাটপাড়ের অধিকার !"

মাণিক। সে কথা কোন ব্যাটাকে বল্‌তে হয় না ! আমার বাবা মোটেই "তস্কর" নয়,—কারুর এক পয়সা চুরি করেনি! তা বল্‌তে হয়না।

দো। না—তোর বাবা কারও চুরি করেনি ! কেবল তোর বুড়ী পিসিকে দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে সন্ধ্যের সময় ঠেলে ফেলে দিয়ে নির্ব্ব-

করে,—তার লাকো টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছিল! যা বাবা—গয়নাগুলো নিয়ে আয়! কেন আমায় বাঁটাস্ যাদু?

(বন্ধুগণের প্রস্থান)

আ। কি ক'ল্লে বল দিকি ছোড়্দা?

দো। বেশ করিছি! তুই চুপ্ করে থাক্! এই নে সাড়ে ছ হাজার টাকা! ছ্যাচ্ড়া পাওনাদার গুলোদের আগে চুকিয়ে দে—

আ। কত হ'ল ছোড়্দা?

দো। কি কত?

আ। গেল মাসে দিয়েছ বার হাজার—

দো। বাঃ—তা দিতে হবেনা? নইলে রামবাগানের মল্লিক ব্যাটারা মামার এত বড় বাড়ীটা ক্রোক্ কর্ত্ত যে? আরে ছাই—আমি কি জানি যে মামাবাবু বাড়ীর পাটাপত্তরগুলো ঐ চষ্‌ণ্ডো ব্যাটাদের কাছে রেখে Collateral Securityতে দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন? উঃ—দেড় বছরের মধ্যে সুদ গুলো কি রকম চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ করে বেড়ে উঠেছিল! ভাল কথা,—আর কোথায় কি আছে—আমায় দেখে শুনে বল্ দিকি!

আ। আর—আর—আর

দো। আর—আর—আর কি আবার? দূর হতভাগা! দাদার কাছে লজ্জা? তোর বাপের দেনাও-যা—আমার বাপের দেনাও তাই,—তা বুঝ্‌ছিস্‌নিরে মুক্ষু? কি ব'ল্‌ব,—মামাকে "বাবা" বল্লে নিজেকে গালাগাল দেওয়া হয়! নইলে তোর বাবা, আমার বাবার—বাবার—বাবা!

আ। তা বলে—তা বলে—এতটা টাকা আমার কাছে অম্নি পড়ে থাক্‌বে? এক্‌টা লেখা পড়াও নেই একটা পয়সা সুদও নেই, কবে শোধ হবে,—হবে কি না, কে বল্‌তে পারে?

দো। শোধ হবে না stupid? এত বড় কথা তুই বলিস্‌? আমার মামার ছেলে তুই,—যে মামার কৃপায় কত ব্যাটা বড় লোক হয়ে গেল,—কত অসংখ্য লোক করে খাচ্ছে! তাঁর ছেলে তুই,—M. A. M. Sc. পাশ ক'ল্লি,—এমন সুপুরুষ এমন intelligent,—তুই দশ বিশ হাজার টাকা বাপের দেনা সারা জীবনে শোধ কর্ত্তে পার্ব্বি না? এমন কথা মুখে উচ্চারণ কল্লি?

আ। না ছোড়দা—তা আমি ভাবি না! আমি যদি বছর দশ পনেরো বেঁচে থাকি, তাহ'লে যেমন করে পারি পিতৃঋণ পরিশোধ ক'র্ব্বই কর্ব্ব! কিন্তু শরীরগতিকের কথা তো বলা যায় না! ধরো যদি হঠাৎ মারা যাই—

দো। খবরদার—খবরদার—আমু—খবরদার বল্‌ছি! ফের্ যদি ও বুড়ুটে কথা আমার সাম্‌নে বল্‌বি,—তাহলে একটী চড়ে তোর ঐ টুক্‌টুকে মুখখানা একেবারে "বিদ্রস্তঞ্চ নৃপস্তঞ্চ" করে দোবো!

আ। একটা কোন রকম লেখাপড়া—নিদেন হ্যাণ্ড্‌নোট—

দো। খেলি—খেলি—আমু—খুব হুঁসিয়ার—থাপ্পড় খেলি বল্‌ছি! আচ্ছা,—কেন অমন কচ্ছিস্‌ পাগলের মত? আমার জন্মবৃত্তান্ত থেকে মায় আধুনিক সুখঐশ্বর্য্যের কথা তুই কি জানিস্‌ না—কিম্বা শুনিস্‌নে? এক বৎসরের ছেলে,—বাপ মা দু'জনকেই আহার করে বেমালুম হজম কল্লুম! পল্লীগ্রাম মনোহরপুরের সেই

ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী থেকে তোর বাবা মা দুজনে গিয়ে এই অনাথ বালকটীকে বুকে করে নিয়ে এসে একেবারে নয়নের মণি করে মানুষ কর্ত্তে লাগ্‌লেন! জ্ঞানচক্ষু দুটী যখন ভাল করে ফুট্‌লো,—তখন লোকের মুখে শুনে বুঝ্‌লুম যে তাঁরা বাবা মা নন;—ঐহিক সম্পর্কে মামা মামী হন! লোকে ব'ল্‌তো শুন্‌তেম "মামা মামী"! কিন্তু পৃথিবীর সচরাচর মামামামীর আচরণ দেখে—এক এক সময় মনে খট্‌কা লাগ্‌তো! সে যে কি আদর—আমু—বোধ হয় (বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—) এত আদর তুইও পাস্‌নি! জুড়ী চেপে স্কুল যাওয়া থেকে আরম্ভ করে—বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মুখে পাউডার মাখা,—কোনও অনুষ্ঠানের ক্রুটী ছিল না! মা স্বরস্বতী একটু চট্‌লেন! বার পাঁচেক গোলদিঘীর গোলাম খানায় যাতায়াত করেও এন্‌ট্রেন্‌স্‌টা পার হ'লুম না। তারপর ঐ মামা—বড় বড় পাটের দালাল ধরে, কত টাকা ঘুস্ দিয়ে—কত বাগান পার্টি দিয়ে, কত সুপারিস্ ধরে Jute Gunny'র কাজ শিখিয়ে মানুষ করে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন—"চরে খাও বাবা!" ব্যস্—পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হাল ফিরে গেল! নিজের রোজগারে অট্টালিকা হ'ল,—মোটর হ'ল—গ্যারেজ হ'ল—আস্তাবল হ'ল—পাইখানায় পর্য্যন্ত মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্ ঘুরতে লেগে গেল! তোর বৌদি এল,—পাঁচ বছর বাদে তিনিও স্বর্গে গমন কল্লেন! ব্যস্—বোম কেদার! এখন দিব্যি ঝাড়া হাত পা! তা হ'লে বল্ দিকি,—এই যে টাকাটা—যদি কোন কারণে তুই শোধ কর্ত্তে না পারিস্,—তাহ'লে—তা'তে আমারই বা কি ক্ষতি—আর

তোরই বা কি লজ্জার কথা হতে পারে? আমার যদি দু'পাঁচ হাজার থাকে তো আমি চোক্ কপালে তুল্‌লে,—ওয়ারিশান্ হিসেবে সুড় সুড় করে গড়িয়ে তোর সিন্ধুকেই যে সে সমস্ত ঢুক্‌বে—তা বুঝছিস্‌নি রে পাগ্‌লা?

আ। তা—ছেলে নেই পুলে নেই—বৌদি মারা যাবার পর বিয়ে ক'ল্লেই তো পার্ত্তে! আর এখনও তো পার! কি এমন বয়েস্ হয়েছে তোমার ছোড়দা!

দো। ভাল—ভাল বলেছ দাদামণি আমার! এই সবে পঞ্চাশের কোটা পেরিয়েছি! সাতের কোটা সোত্তোর হোক্,—একটী ন বছরের গৌরী এনে কৈলাস পর্ব্বতে দিগম্বর হয়ে বসে তানপুরোয় ম্যাও ম্যাও করে সুর ধর্ব্ব এখন! বথামি রেখে দে—আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসি,—তুই পাওনাদারের লিষ্টগুলো ঠিক কর্ দিকি! আর দ্যাখ্—মান্‌কে ব্যাটাকে কি কি গয়না দিয়েছিস্—কার কত ওজোন—এগুলো লেখা আছে তো?

(গবাক্ষের পশ্চাদ্ভাগে জমীদার জয়শঙ্কর রায়ের বাটীর দ্বিতলের কক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট টেবিল হারমোনিয়াম বাজাইয়া প্রভারাণীর গীত)

"আমি তোমারি আশে, বসে আছি ব'লে
তাই কি দেখা দিলেনা দিলেনা।"

দো। শুন্‌লি কি বল্লুম? গহনার লিষ্ট্‌গুলো—

আ। ক'ার?

দো। এই মরেছে! তুই গাধার মত ঐ ছুঁড়ীটার গাণ শুনতে কান খাড়া ক'রে আছিস্—তা আমার কথা তোর কাণে যাবে কি ক'রে?

আ। না ছোড়দা—তোমার কথাই তো শুন্‌ছি! হ্যাঁ—এই যে গয়নার লিষ্ট্‌ আছে—

(গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর)

দো। আবার হাঁ করে উদিকে কি দেখ্‌ছিস্‌? ছিঃ—বড় বদ্‌ স্বভাব! ভদ্রলোকের মেয়েদের দিকে দেখ্‌তে নেই! দে—জান্‌লা বন্ধ ক'রে!

আ। হ্যাঁ দিই! গয়নার লিষ্ট্‌টা খুঁজে দেখি—(নিজটেবিল খুলিয়া লিষ্ট্‌ অন্বেষণে ব্যস্ত)।

দো। যাঃ গান থেমে গেছে! ঐ যে—ছুঁড়ীটাকে দেখা যাচ্ছে! ওদিকে চাস্‌নি—বুঝ্‌লি আমু—ওরা ভদ্রলোকের মেয়ে! ওদিকে দেখ্‌লে মহাপাপ হয়! দে জান্‌লা বন্ধ করে! আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসি—

(দোলগোবিন্দের প্রস্থান)

আ। আঃ বাঁচা গেল! (গবাক্ষের নিকটে গিয়া) কই প্রভা—গান গাইলে না? থেমে গেলে যে?

প্রভা। (নিজগবাক্ষ হইতে) শ্রোতা না হ'লে গান গাই কা'র কাছে? আজ সমস্ত দিন একবারও এ জান্‌লায় আসেন নি? কি—ব্যাপার কি?

আ। আজ একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলুম!

প্রভা। তা—এটাও একটা ব্যাগারের কাজের মধ্যে না হয় ধ'ল্লেন!

আ। তুমি গাইবে না?

প্রভা। গান তো দিনরাতই গাইছি! আপনি কি কাণে আঙ্গুল দিয়ে থাকেন?

আ। তা হোক্—তুমি গাও!

প্রভার— গীত।

কেন দেখা দিলে কেন বা আঁকিলে,
এ হৃদয়পটে ও মোহন মূরতি।
কেন যেতে চাও আমারে কাঁদাও,
এ তো নহে বঁধু প্রণয়রীতি॥
এমন যদি বা ছিল হে মনে,
প্রেমফাঁস গলে দিলে কেমনে?
(এ) দুঃখিনী মরিবে,—তুমি প্রীত হবে?
(তোমায়) জগজন কবে রমণীঘাতী॥

আ। বাঃ—কি চমৎকার—কি মধুর! সত্যি ব'ল্‌ছি—এমন কখনও শুনিনি! (গবাক্ষের ধারে গমন)

প্রভা। জান্‌লার অত ধারে এসে বেশী feelings নেবেন না! টাল্ সাম্‌লাতে না পাল্লে—দেখ্‌ছেন তো—একেবারে দোতালা থেকে নীচে সদর রাস্তায়—ছাঁচ্‌তলা বা বটতলায়!

আ। তা'হ'লে কি হবে

প্রভা। বিশেষ কিছু নয়,—হাড় কখানা আর মাথাটা মতিচূর হয়ে যাবে!

আ। তা কি এখনও বাকী আছে প্রভা? উঃ—কি কুক্ষণে তোমায় দেখেছিলুম!

প্রভা। বাড়ীর জান্‌লাগুলো সব ইঁট্ দিয়ে গেঁথে ফেলেননি কেন? তা'হ'লে তো বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে থাক্‌তেন! অনেক তো বাজে কথা ক'লেন! কবে আমার বাবার সঙ্গে আলাপ ক'র্বেন বলুন:

আ। তোমার বাবা যে কারুর সঙ্গে আলাপ করেন না! এই তিন চার

বছর তো তোমরা বাড়ী কিনে রয়েছ,—পাড়ায় ক'ার সঙ্গে উনি আলাপ করেছেন ?

প্রভা। উনি করেন নি বটে, কারণ,—উনি ভাবেন,—"কা'রও সঙ্গে আমার আলাপের দরকার কি" ? তা'ব'লে—পাড়ার লোকেদেরও তো একটা ভদ্রতা আছে !

(ইত্যবসরে চুপি চুপি দোলগোবিন্দের পুনঃ প্রবেশ এবং অলক্ষিতে আমোদের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান। তাহাকে দেখিবা-মাত্র প্রভার দ্রুত পলায়ন)

আ। ওকি—ওকি—হঠাৎ পালাও যে—

দো। অবিশ্যি পালাবে ! হাজার হোক্—ভদ্রলোকের মেয়ে তো ? এই জন্যে—জান্‌লা বন্ধ ক'র্ত্তে চাস্‌নি বটে ? ছিঃ আমু—আমি জান্‌তুম না যে আমার মামার ছেলে—এমন চরিত্রহীন—এমন বিশ্বাসঘাতক,—এত তার স্বভাব জঘন্য ?

আ। ছোড়দা ! আমি কোন অন্যায় করিনি ! সত্যি বল্‌ছি—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে—

দো। যাঃ—তুই আমার পায়ে হাত দিস্‌নি ! আমি তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখ্‌বোনা ! তুই পরস্ত্রীর সঙ্গে—

আ। উনি অবিবাহিতা,—পরস্ত্রী তো নন্ ! ও'র এখনো বিবাহ হয়নি—

দো। সে তো আরও ভয়ানক ! কুমারীর সঙ্গে গুপ্তপ্রেম ক'ল্লে—চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয় ! তুই উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা—আমি আজ থেকে তোকে ত্যাগ কল্লুম—ঐ নে টাকা—

(দোলগোবিন্দের প্রস্থান)

আ। ছোড়দা—শোনো—শোনো—ছোড়দা—

(আমোদের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(দোলগোবিন্দের প্রবেশ)

দো। (ভাবিতে ভাবিতে) ছোঁড়াটা এমন ব'য়ে গেল? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে জান্‌লা খুলে—! ছুঁড়ীটাও তো ওর দিকে চেয়ে ৩২ পাটী দাঁত বের করে এই এমন এমন করে কথা কইছিল! তা সে কইবে কোগ্‌! তুই তার দিকে চেয়ে দেখিস্‌ কেন? ভারি অন্যায় না? বলি,—তোর সঙ্গে যখন এত হেসে হেসে কথা কইছে সে,—তা'হ'লে তোকে নিশ্চয়ই ভালবেসেছে! এ আর না বল্‌বার যো নেই! এখন তোকে দেখে যদি সে মজে থাকে,—অথচ আর একজনকে বিয়ে ক'রে তা'র ঘরে গিয়ে বৌ হয়,—সে তো অতি বিশ্রী কথা!

(কামিনীসেবক ঘোষের প্রবেশ)

কা। গড় করছি দুল্‌'দা'ঠাউর!

দো। আরে এ কে রে বাবা? হিরণ্যকশিপু মূর্ত্তি!

কা। আমারে চিন্‌বার পাচ্ছেন না দা'ঠাউর? আমি আপন্‌গার পড়শি সদ্‌গোপ রমাই ঘোষের বিটা—কামিনীসাবক ঘোস লাগ্‌ছি!

দো। আরে কে ও? কামিনীসেবক? তোমার একি বেশ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—শুনেছিলুম বটে—তুমি আই এ পাশ ক'রে বিলেত চলে গেছ! তা—এলে কবে?

কা। আজ্ঞে মাসাবধি আস্‌ছি!

দো। এই তো সেদিন—বোধ হয় মাস পাঁচ ছয় আগে তোমা'য় বিলেত যেতে শুনিছি! এরই মধ্যে ফিরে এলে? তবে যাওয়ার দরকার ছিল কি?

কা। এজ্ঞে বিলাত পৌছুতে পারিনি! বিলাত যাব ঠিক করেই বা'র হইছিলাম, ভুলক্রমে রেঙ্গুন যাইয়া পড়ছি! বিলাত যাওয়া হ'ল কোয়াস্তে?

দো। ভাল গেরো যা হোক্! তা এখন কি ক'চ্ছ? ব্যারিষ্টারের পোষাক তো পরেছ, রেঙ্গুন থেকে কি ব্যারিষ্টার হয়ে এলে নাকি? আজ কাল তা'ও হ'চ্ছে বোধ হয়?

কা। আরে দাঠাউর,—আই এ তো পাশ করছি,—কিন্তু কর্ব্ব কি কওতো! আর বি.এ, এম্ এ. বি. এল্. পাশ করিয়ে না হয় উকীল হইলাম,—কিন্তু সাম্‌লা কাচাইবার পুইসা রোজগার হয় না—দ্যাখ্‌ছি! Proffessory—ছাইলেপড়ানো, সে তো গরু খ্যাদানোই জানি! তবে আর কি করি? তাই হিসেব করিয়ে শ্যাষ্ পৈতৃক জাতব্যবসাই ধরছি!

দো। কি জাতব্যবসা তোমার শুনি!

কা। ঘোট্‌কালি। গোয়লা ঘোষেরা যে কাম করে,—গোদোহন করছি,—ঘোট্‌কালি করছি!

দো। কি ব'লছ হে? লোকের গরু দুইয়ে বেড়াচ্ছ—ঘটকালীও ক'রছ?

কা। এজ্ঞে ঘোট্‌কালি কাজ তো গোদোহনেরই কাজ! শুভবিবাহ কার্য্যে—কন্যার পিতেরূপ গাভীরে দোহন কইর‍্যা বর আর বরের পিতেরূপ বোল্‌দে বাছুরদের পান করাইছি!

দো। ব'লেছ ভাল। কনের বাপ দুগ্ধবতী গরুরই সামিল বটে! বরের বাপ দেঁড়েমুসে দুয়ে নিয়েও নিষ্কৃতি দেয়না! সময় নেই অসময় নেই—কেবল বাঁট ধরে টানাটানি করে! হরদম্ ফুঁকো তো দিচ্ছেই,—শেষে দুধ না পেয়ে গোরক্ত পর্য্যন্ত দুয়ে বার করে

B/B 3271

নিতে সুরু করে! তারপর—গাই বেচারী যখন একেবারে জন্মের মতন দুধশূন্য হয়ে পড়ে, তখন তা'কে তা'র পাওনাদাররূপ কসায়ের হাতে ফেলে—তার সে অবস্থায়ও যা কিছু পারে—আদায় করে নেয়! ভাল ভাল বলেছ বাবা কামিনীসেবক! ভাল কথাই বলেছ!

কা। এজ্ঞে—আমারে ব্যারিষ্টার ঘোটক বলেই ডাকবেন! বাজারে ঐ নামেই অধীন পরিচিত!

দো। এত কাজ থাকতে—আই এ পাশ করে শেষে ঘটকালি ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লে বাবা কামিনীসেবক—থুড়ি ব্যারিষ্টার ঘোটক!

কা। এজ্ঞে—ঘোটকের কাজ ত দালালেরই কাজ! আপনি Gunny Hessian এর দালালী ক'রছেন, কত টাকাই না তা'তে রোজগার হইছে? এ ঘোটকের কাম উ হ'তেও জবর! বরের বাপ মোটা কমিশন দেয়! তবে বাজার কিছু মন্দা পড়ছে!

দো। কেন বাবা—আজকাল কি মেয়ে ছেলের বিবাহ বন্ধ নাকি?

কা। ও বোল্ডক ধরেন। মাইয়ার বাপ বরের বাপ ঘরাঘরি কাম সারছে! ঘোটকেরে বড় পাত্তা দিচ্ছেনা! আপনার সাথে সাক্ষাৎ কর্বার জন্য কয়দিন বড়ই ঘুরপাক খাইছি, বড়ই হয়রাণ হইছি!

দো। কেন বল দিকি ব্যারিষ্টার ঘোটক? আমার কি বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছ নাকি?

কা। সে তো বেশ কথা সে তো উত্তম কথা! আপনার বয়স হইলে কি হয়,—চ্যাহারায় এখনও জলুস খুব! যদি হুকুম হয় তো এট্ট পাত্রী জোটাবার লাগি!

দো। জোটাও বাবা ঘোটক—জোটাও একটা পাত্রী! আর একা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাট গুণ্‌তে পারিনা।

কা। কি রকম পাত্রী—ফরমাস করেন! যেমনটী হুকুম করবেন,—ঠিক তেমনটীই জুটায়ে দিব! কাবল্ আমার কমিসান্‌টা,—তা সেটা আর আপনারে বিশেষ কইতি হবেনা।

দো। কমিসান্ যা দস্তুর আছে তাই পাবে।

কা। ব্যস্—ব্যস্ তা'হ'লেই খুসী হব। শতকরা দুই টাহা মাত্র! ইয়ের কম ঘোটকের চলেই বা ক্যাম্‌নে?

দো। পাত্রীটী হবে আঁটকুড়ীর বেটী—

কা। আট্‌কুড়ির বিটী? ইসে—কেমন কথা? ঘোড়ার ডিম্ব—সোণার পাথর বাটী,—এ কেমন করিয়ে সম্ভব?

দো। অর্থাৎ তা'র মায়ের ঐ একটী মাত্র মেয়ে ভিন্ন তিনকুলে আর কেউ থাক্‌বেনা!

কা। হঃ—তাই কন! একটী বাপের একটী বিটী—হ—হ—বুঝ্‌ছি!

দো। শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণ্ বিধবা থাকবেন!

কা। কারণ? ইসে অর্থ তো বোঝলাম না! বিধবা শাশুড়ীরে লইয়্যা জামায়ের কি কাম?

দো। মর্ ব্যাটা ঘোটক! শ্বশুর বেটা বেঁচে থাক্‌লে ঝড়াক্ করে কোন্ দিন শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ছেলে বিইয়ে ফেল্‌বেন,—আর সব মাটী হবে!

কা। হ—বুঝছি—বুঝছি! কহেন—কহেন—বায়নাক্কা আর কি আছে শোন্‌বার লাগি!

দো। জমিদারী—বিষয় আশয়—নগদ টাকাকড়ী—কল্‌কাতায় দু চারখানা বাড়ী—মোটর গাড়ী—জুড়ী গাড়ী ইত্যাদিতে অন্ততঃ দশ বারো লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাক্‌বে।

কা। আর পাত্রীটী হবে নবাবের বেগম,—যারে কয়—খুব্ সুরৎ ?

দো। তা'হ'লেও আপত্তি নেই! কিন্তু তা না হ'লেও চলে! যে সব terms দিলুম, ও সব গুলো মিলিয়ে পেলে পাত্রী যদি নাও পাওয়া যায়,—তা'হ'লে কোনও ক্ষতি নেই!

কা। কি কহেন দা' ঠাউর! এত সোম্পত্তি দিবে,—পাত্রীরে গ্রহণ কর্ব্বেন না? সেটা হইবে কেম্‌নে?

দো। আরে—না রে বাবা ঘোটক—তা বল্‌ছি না! ব'ল্‌ছি যে—পাত্রীসম্বন্ধে আমার বিচার কর্ব্বার কিছুই নেই! কাণা হোক্—খোঁড়া হোক্—পায়ে গোদ্ থাকুক্—নাককান্‌শূন্য হোক্—পাথুরে কয়লার রং হোক্—বয়েস্ ন বছর থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত হোক্—সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড—থার্ড হ্যাণ্ড্—ফোর্থ হ্যাণ্ড্—numberless hand হোক্—আমি কিছুতেই গররাজী নই! মোদ্দা কথা—টাকা পেলেই হ'ল! আছে বাবা—ঘোটক? এমন পাত্রী সন্ধানে থাকে তো নিয়ে এস,—একবার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করি!

কা। মোস্করা কর্ব্বার লাগ্‌ছেন—মোস্করা কর্ব্বার লাগছেন! হ্যা—হ্যাঁ—হ্যা—আপনি কি আর বিয়া করবেন? তা কি আর আমি জানি না? আপনি সত্য সত্য বিয়া কর্ব্বার রাজী হইলে আপনারে ভাল পাত্র জুটাইয়ে দিবার পারি।

দো। তবে আমার তল্লাস ক'চ্ছিলে কেন বাবা ঘোটক?

কা। আপনার মামার পুত্র এম্—এ এম্—এস্—সি পাশ কর'ছ! তার দু'চারটী সোম্বন্ধ আমার হাতে আছে। কহেন তো কালই দেখায়ে দিবার পারি।

দো। ছেড়ে দাও সে কথা! তার সঙ্গে আমি সম্পর্ক ত্যাগ করে দিয়েছি! সেটা অতি হতভাগা!

কা। এজ্ঞে—কেমন কথা কইবার লাগ্‌ছেন দা' ঠাউর? আমুদবাবু বড় জোবর ছেলে! চেহারা যেন নব কার্ত্তিকের পা্‌রা! এম্ এ পাশ করছে,—তার উপর এম্ এস্ সি হইছে! বড় লোকের ছাওয়াল! কলকাত্তাইয়া বাবু,—ঘরবাড়ী যেন রাজবাড়ী! মোটর আছে—ঘোড়গাড়ীও রাথ্‌ছে,—বাগিচেও পৈতৃক বজায় রইছে! অভাবডা কিছুরই তো দেহিনা!

দো। পাত্র ভাল তো—তার কাছে যাওনা,—আমার কাছে এসেছ কেন?

কা। অয়—তবে আমি যাবা কোয়ানে? তার সাথে কি কথা না কইছি? তিনি কন—"ছোর্‌দা মোর কোর্ত্তা! ছোরদা যা কইবেন্, আমি তাই করমু"! আর আপনি কইছেন—"যাও তার কাছে!"

দো। সে কি বলে—আমি তা'র গার্জ্জেন? বলে নাকি? কবে বলেছে?

কা। আরে—এই একঘণ্টা কাল পূর্ব্বে তা'র সাথে দেখা করছিলাম! আমারে পষ্ট কথা কয়ে দিল—ছোরদা তার Bona fide Guardian!

দো। হ্যাঁ—আমি আগে তার দেখ্‌তুম শুন্‌তুম্ বটে—কিন্তু কোন একটা কারণে তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাথ্‌বনা মনে করিছি!

কা। কারণডা কি বৈষয়িক? কিছু মাম্‌লা বাধবার উদযুগ হইছে দা—ঠাউর?

দো। তোমার অত খবরে দরকার কি বাবা ঘোটক? তুমি সরে পড়! আমায় বকিওনা!

কা। আজ্ঞে পাত্রীটীর কথা দয়া করিয়ে একবার শোনেন—

দো। নাঃ—আমি শুন্‌বো না !

কা। খুব বড় জমীদারের কন্যা—

দো। হোক্ গে—

কা। কোর্ত্তা বাবুর ঐ একটী মাত্রই কন্যা—সোম্পত্তির ওয়ারিশান—

দো। চুলোয় যাক্—

কা। কোর্ত্তা স্বয়ং বিপত্নীক ! বয়স সোত্তোর কাছাইছে !

দো। তা আমার কি রে বাবা ?

কা। মেয়েটী সাক্ষাৎ রতিবিলেস—অন্নপূর্ণা ঠাক্‌রুণ্ !

দো। ভাল জ্বালা তো—

কা। বয়েস অষ্টাদশ পার হইছে—

দো। তুমি সহজে বিদেয় হবে,—না পুলীশ ডাক্‌ব ?

কা। উচ্চশিক্ষিতা—Burkeএর French Revolution সাঙ্গ করছে !

দো। মার খাবি ব্যাটা ঘোটক ?

কা। পিওনোর সাথে টপ্‌কীর্ত্তন কি মধুর গায় !

দো। আচ্ছা—কেন এত বোক্‌ছ বলতো ? আমি কি কিছু শুন্‌তে চাইছি ? আমার কি বেটার বিয়ে দোবো ?

কা। পাত্রের বাটীর সন্নিকটেই পাত্রীর বাড়ী ! উভয় পক্ষের যাতায়াতের কোনও খরচমাশুল লাগ্‌বে না !

দো। ছেলেমানুষী কোরোনা ! শোনো কামিনী ! সত্যি বল্‌ছি—আমি তা'র কোন সম্পর্কে আর থাক্‌বনা মনে করিছি ! যদিও তা'কে মার পেটের ভায়ের চেয়ে—এমন কি নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসি—এই তোমার গিয়ে—ভালবাস্‌তুম,—আজ এমন

একটা ব্যাপার ঘটেছে,—যার জন্যে তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিছি। পাত্রীর কথা যা ব'ল্লে—খুব পছন্দসই বটে! যাও—তা'কে বলগে,—তার যদি ইচ্ছে হয় সে বিয়ে করুক, আজ থেকে আমি তার ছোড়দা নই,—কেউ নই!

(নেপালের প্রবেশ)।

নে। হাত্তেরি কলিকালের নিকুচি করেছে! কালের ধরমই এই বটে! তোমার দোষ নেই—বুইলে ছোড়দা বাবু—তোমার দোষ নেই! সবই কালমাহিত্যি!

দো। কি রে ব্যাটা আগুরির পো—বথ্ছিস্ কি?

ন। বথ্ছি আমার মাথা আর আমার বাপের পিণ্ডি! আহা—কচি ছেলেটা কান্‌তে লেগেছে,—আর তুমি ডাগর সাজুয়ান্ মনিষ্যি, সেই ভায়েরে মিনি দোষে গালমন্দ করে বাড়ী ছেড়ে চলে এলে? কালের ধরমই এই বটে! আহা—হা—আমার এমন এট্টা ভাই থাক্‌লে—পিত্যহ কাঁধে করে গড়ের মাঠে লিয়ে বেড়া ক'র্ত্তে যেতুম!

দো। তুই যা—যা—এথানে মুরুব্বিয়ানা ঝাড়িস্‌নি—

নে। যাব না তো কি—তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ ঝাম্‌টানি থাব নাকি? চল একবার—বাড়ীতে গিয়ে কি সব টাকা রেখে এসেছ—লিয়ে এস্‌বে! দাদাবাবু বলেছে,—বাড়ী ঘরদোর বেচে তোমার টাকা,—পাওনাদারদের টাকা ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে ছিবেন্দাবনে গিয়ে মাধুখুরি মেঙ্গে থাবে!

দো। ওঃ—ছোঁড়া আমাকে ভয় দেখাচ্ছে!

নে। ভয় দেখাবে না তো কি তোমায় কেবল ভয় ক'র্ত্তেই থাক্‌বে?

দো। উচ্ছন্ন না গেলে এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয়? বাড়ী বেচ্‌বে—বাগান বেচ্‌বে—বাপ পিতোমোর নাম ডোবাবে! এমন নইলে আর কুলাঙ্গার ছেলে হবে কি করে? বুঝ্‌লে বাবা ব্যারিষ্টার ঘোটক, এই জন্যে সে হতভাগার সম্পর্ক ত্যাগ কচ্ছি!

কা। হঃ—গোসা হইছে,—ভাইয়ে ভাইয়ে মনান্তর ঘট্‌ছে! আঁসেন—আসেন দা—ঠাউর,—আমি ঘোটক আছি, ভায়ে ভায়ে মিলন কর্ব্বারও পারি!

দো। হতভাগার আস্পদ্দা দেখেছ? বলে—বাড়ী বেচে দেনা শোধ ক'র্ব্ব! ঝাঁটা মারি তোর এম্ এ পাশ করার মাথায়!

নে। আল্‌বোৎ বেচ্‌বে? কেনে বেচ্‌বেনা? নিজেতো দেনা করেনি যে লোকের কাছে কলঙ্কি হবে! বাপের দেনা,—ছেলেমানুষ কি ক'র্ব্বে? এই যে তুমি মিনিদোষে তাকে এতটা যাচ্ছেতাই করে এলে, তার কাছে ম্যাজাজ দেখিয়ে চলে এলে,—এতটা ট্যাকা ধার কর্জ্জ দিয়েছ বলেই না?

দো। দে—দে—দেখ্‌ ব্যাটা নেপ্‌লা—মিছিমিছি আমাকে যা তা বলিস্‌নি বল্‌ছি! তার ওপোর চটিছি কেন—এত লোকের সাম্‌নে এখুনি ফড়াৎ করে যদি বলে ফেলি,—তাহ'লে একেবারে তার দফারফা হবে,—তা জানিস্?

নে। কি বল্‌বে কি গো বাবু? সে করেছে কি যে, লোকের কাছে ব'ল্‌লে একেবারে তা'কে বামুন থেকে খারিজ করে দেবে?

দো। করেছে কি তবে সত্যি ব'ল্‌ব? এখনও ব'ল্‌ছি চলে যা,—আমায় রাগাস্‌নি—

কা। যাক্‌—যাক্‌—দা'ঠাউর—ছাইলা মানুষ যদি একটা গর্হিত কার্য্য করে থাকে—

দো। গর্হিত ব'লে গর্হিত ? উঃ—হতভাগা বদ্‌মায়েস্—

কা। স্ত্রীলোকঘটিত কাজ মনেই হচ্ছে! তা—সেডা অবিবাহিত যুবকের মধ্যে বিশেষ অসম্ভব না! সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়! ছারান্ দিন, দা'ঠাউর!

দো। নাঃ—থাক্—আর ব'ল্‌ব না! আমি চলে যাই বাবা মানে মানে, এখুনি চাম্‌ড়ার মুখ আল্‌গা হ'লেই মুস্কিল আর কি!

নে। আরে আমিই না হয় বলে দিচ্ছি! সোমোর্ত্তো ছেলে—হাতের পাশে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে জমীদার রায় বাবুদের মেয়েটার সাথে যদি একটু আশ্‌নাই করেই থাকে—

দো। শুন্‌লে, ? শুন্‌লে ব্যারিষ্টার ? বেটা নিজের মনিবের কুচ্ছ করে ফেল্‌লে,—শুন্‌লে তো ?

নে। কিসের কুচ্ছ ? আশ্‌নাই করা কি দোষের কাজ ?

কা। মাপ করবেন দা'ঠাউর—এডা আমি দোষের কাজ মোটেই কইতে পারছি না!

দো। আশ্‌নাই ? গুপ্তপ্রেম ? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে ? জান্‌লায় দাঁড়িয়ে ?

নে। ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে আশনাই কর্ব্বে না তো কি বেবুশ্যে নিস্তারিণী বেওয়ার নাৎনির সাথে কর্ব্বে ? আর কলকাতার সহরে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে পেরেম হবেনা তো কি—বড় রাস্তায় পাহারোলার পাশে দাঁড়িয়ে সে কাজ হবে ?

দো। চুপ্ কর্ ব্যাটা ছোটলোক আগুরির ছেলে! তুই ভদ্রলোকের মেয়েছেলের ইজ্জৎ কি বুঝ্‌বি ? আচ্ছা বাবা ব্যারিষ্টার বোট্‌ক—তুমি সদ্‌গোপ্ হও—আর অসৎ গোপই হও,—

বল দিকি,—এই বামুনের পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর দিকি,—এ রকম ভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে ছাদে বা জানলায় দাঁড়িয়ে একটা ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে গুপ্তপ্রেম করা ভদ্রলোকের ছেলের উচিৎ? বল বাবা—বামুনের পা ছুঁয়ে বল—

কা। আজ্ঞে—হলফ্ যদি করালেন দা'ঠাউর—তবে সত্য কথাই বলি! ও হালার প্রেম জিনিসটাই গর্ভস্রাব! বিশেষ এই চোরা প্রেমডা! সেডারে চলতি কথায় বলে "পীরিত"! কিষ্টো ঠাউর রাধার সাথে প্রেম কইরে আপনিও নাকাল হইছে,—রাধাডারও অশেষ দুর্গতি করছে! চুল্লার প্রেমডার ভিতরে কোন্ বুরা কামড়া না আছে—ক ওতো দাদা নেপালি! লাঠালাঠি, খুনজখ্‌মি, কুলত্যাগ, বিষভক্ষণ, দড়ীঝুলন, পতিহনন, কখনো কখনো পুত্রনাশন, ইত্যাদি,—এসব প্রেম হতেই সৃজন হচ্ছে দেহি।

দো। শুনছিস্ রে ব্যাটা আগুরির পো—শুনছিস্! আই এ পাশ ব্যারিষ্টার ঘটক,—এ আর আগুরি নয় যে পেটে বোমা মারলে "ক" বেরোয়না! একবারে প্রেমের চতুর্দশ পুরাণ আউড়ে দিলে—শুনলি? সেই গুপ্তপ্রেম তোর দাদাবাবু করেছে! তা'র কি আর মানুষের চামড়া আছে?

নে। আরে—লাও লাও বাবু—মেলা চেঁচামিচি ক'র'নি! আশ্‌নাই পরের মেয়ের সাথে খারাপ,—তা আমি খুব জানি! কিন্তু তার সাথে যদি দাদাবাবুর বিয়ে হয়—

দো। আরে—বলিস্ কিরে ব্যাটা? সে কা'র মেয়ে—বামুন কি কায়েৎ—আমাদের স্বঘর কিনা—তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে কিনা,—এসব কিছু জানা নেই,—অমনি ঝাঁ করে আশ্‌নাই করে ফেল্‌লে?

কা। রও--রও---সবুর করেন দা---ঠাউর! নেপালিদাদা কথা কইছে-যুক্তিসঙ্গত! প্রেম যদি উভয়তঃই জোর লেগে থাকে,---নাগর নাগরীর বিবাহ বন্দনে সর্ব্বদোষ স্খলন হইবার পারে। বেশ কইছে—বেশ কইছে! নেপালিদাদা খাসা কথা কইছে!

নে। হাঁ বাবা—আগুরির ছেলে, খাঁস্ কথা কয়না! দাওনা—ঘটক সাহেব—তুমিতো খুব রেংরাজি পড়া মুচ্ছুদ্দি ঘটক,—দাওনা দুজনের বিয়েটা ঘটিয়ে!

কা। সবুর কর--নেপালি দাদা হালডা মালুম হবার দাও! কও দা--ঠাউর! আপনগার ভ্রাতার আশ্‌নায়ের পাত্রীটার নিবাস কোয়ানে?

দা। কে জানে বাবা—অত খোঁজ কি আমি রেখেছি? আমার মামার বাড়ীর দোতলার হল্‌ঘরের জান্‌লায় আমু ভায়া দাঁড়িয়েছিল,--আর ঠিক তার সামনে আর একজনদের বাড়ীর জান্‌লায় একটা বেশ টাট্‌কে ছুঁড়ী দাঁড়িয়ে,--বুঝেছ,—দুজনে সে এয়ার্কি—কথাবার্ত্তা---রঙ্গরস কত! আমার তো দেখেই সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল!

কা। মাপ্ কর্ব্বেন দা'ঠাউর! পরে আশ্‌নাই কচ্ছে দেখ্‌লে অঙ্গ জল্‌বার থাকে,—আর সেই আশ্‌নাই যখন নিজে করবার লাগে—তখন মনে হয় যেন অঙ্গে ঘৃতকুমারীর প্রলেপ্ দিচ্ছে! যাক্—এখন তল্লাস কর্ত্তি হবে, সে পাত্রীটি আপনগার ভায়ের ভার্য্যা হইতে পারে কিনা!

নে। অবিশ্যি পারে। সে খবর কি আর আমি না নিইছি? ঐ যে আমাদের বাড়ীর উত্তুর দিকের গলির মোড়ে শুঁড়িদের বড় বাড়ীটা যারা কিনেছে—তা'রা হ'ল বাসুদেবপুরের জমীদার—

কা। এ্যা—

নে। নামটা কি ভাল—

কা। জয়শঙ্কর রায়—

নে। হেঁ—হেঁ—এই—রায়মশায়ের মেয়ে—

কা। (হঠাৎ লাফাইয়া নৃত্য) লাগ্—লাগ্—লাগ্—লাগ্—ভেল্‌কি ! লাগে যা গুরো—

দো। আরে—হঠাৎ এ আবার কি ঢং? ভূতে পেলে নাকি বাবা ঘোটক? ঘোড়াভূত?

কা। খুব জুৎ হইছে—বেজায় জুৎ হইছে! এই পাত্রীর কথা আপনারে পূর্ব্বেই কইছি! আসেন—আসেন—রাজযোটক হবে—রাজযোটক হবে—

দো। সেখানে বিয়ে হতে পারে—ঐ মেয়ের সঙ্গে?

কা। আলবৎ হবার পারে। বাসদেবপুরের দশ আনির অংশীদার—জয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায় (উপাধি রায়)—খড়দা মেইল্—কর্ত্তা চারপুরুষে—

দো। আমার মামাও খড়দা মেল্! মামা ছিলেন চার পুরুষে,—আমু হ'ল পাঁচপুরুষ—

নে। এই দেখ আবার গণ্ডগোল করে? দাদাবাবু পাঁচ পুরুষ কি,—আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করিছি—আমি হলপ্ কচ্ছি—ওর ষোলো আনাই পুরুষ! কর্ত্তাবাবু তো একেবারে সাজোয়ান পুরুষ,—এই যাকে বলে মরদ্!

দো। আরে মর বেটা আগুরির পো—সে পুরুষের কথা হচ্ছেনা! তুই চুপ্ কর্! তা'হ'লে বাবা কামিনীসেবক—দুর হো'কগে ছাই—ব্যারিষ্টার ঘোটক,—জোট্‌পাট্‌টা করিয়ে দিতে পার বাবা?

কা। বিশেষ চেষ্টা কর্ব্বার পারি। কোর্ত্তাটী কিছু খ্যাপার মত লাগে,—তাই যা গণ্ডগোল!

দো। দেখ বাবা—চেষ্টাচরিত ক'রে! নইলে ছোঁড়াটাও ব'য়ে যায়—ছুঁড়ীটা তো যাবেই!

কা। আচ্ছা—আমি একবার আজ ঘুরে আসি—আপনি মামার বাড়ী যাইয়ে বসেন। আপন্গার সাথে একটু সলা আছে!

দো। চলে আয় ব্যাটা আগুরির পো—তোর জন্যে আজ চাকা ঘুরে গেল—

নে। চ্যাকা ঘোরাতে জান্‌লেই ঘোরে,—তায় আবার বর্দ্ধমেনে আগুরির পো। আমি,—ভাঙ্গা চ্যাকাও ঘর্ ঘর্ ঘুরিয়ে দিতে পারি!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

জয়শঙ্কর রায়ের অন্তঃপুর।

প্রভারাণী ও দনুজদলনী।

দ। হঠাৎ কি হ'ল বল্ দিকি প্রভা?

প্র। কি করে জান্‌ব দিদি? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে!

দ। মিছে কথা বলিস্ কেন? তুই আমি দিনরাত্তির কি এক সঙ্গে থাকি?

প্র। ওমা—বলিস্ কি দিদি? এক বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা দুজনে একসঙ্গে বস্‌ছি—দাঁড়াচ্ছি—খাচ্ছি—শুচ্ছি! কি না ক'চ্ছি?

দ। দু'জনে এক জীউ এক প্রাণ! যেন জোড়া পায়রা—মুখোমুখী পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে কেবল ক'চ্চি বক্—বকম্—বক্ বকম্—কম্! কেমন—না?

প্র। সত্যিই তো! কখন্ তোর কাছছাড়া হয়ে আমি থাকি—আর তুই আমার কাছছাড়া হয়ে থাকিস্—তা বল্!

দ। কিন্তু—মজাটী দেখ্ছিস্ বোন্,—গেরোস্তো এমন সজাগ,—লোকজন চার্দ্দিকে হুঁসিয়ার,—তার মধ্যে থেকে—চোর এসে সিঁদ্ মেরে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে চলে যায়! তাজ্জব বটে—বোন্—তাজ্জব বটে!

প্র। কি বলিস্ দিদি—আমি তোর হেঁয়ালি বুঝ্তে পারিনা!

দ। হেঁয়ালি তুমিই কইচ! আমি তো সোজা পথেই যাচ্ছি! বলি,—এত গলায় গলায় দু'বোনে ভাব,—কখনো খেলা ক'র্ত্তেও লুকোচুরি খেলিনা,—কিন্তু—এই প্রেমটা যখন করেছিলে,—তখন এ প্রাণের বোন্টীকে কোন্খানে কোণ্ ঠাসা করে রেখেছিলে?

প্র। হ্যাঁ—তা—তা—তা—সেটা—সেটা—সেটা—

দ। একেবারে গোটা—গোটা—গোটা! ভাঙ্গাচুরো মোটেই নেই!

প্র। তা—এ আর তোকে বোল্বই বা কি—আর হয়েছেই বা কি?

দ। মাপ করো বহিন্! এর ওপোর হ'তে চাইলে—একেবারে বিদ্যে-সুন্দর পালা গাইতে হয়! ব্যাপার একই! তুমি গবাক্ষে—তিনি রথের পাশে! পাহারোলার ভয়ে রাস্তায় না দাঁড়িয়ে,—কক্ষের বক্ষে—দাঁড়িয়ে গবাক্ষে প্রেমসঞ্চার ক'ল্লেন! সুরঙ্গ কাটা হ'লনা,—কেবল হীরেমালিনীর অভাবে!

প্র। তা—তুই না হয় সে অভাবটা পূরণ ক'ল্লি। আমার হীরেমালিনী হলি!

দ। হ'তে তো সাধ যায়! তবে ফুলবাগানও নেই আমার,—মালঞ্চ তৈরী ক'র্ত্তেও জানি না! যাক্—বাজে কথা তো অনেকক্ষণ ধরে হ'ল! ব্যাপারটা কি হ'ল বল্ দিকি প্রভা? ক'দিন ধরে তো ছাঁদ্‌নাতলার আসামীর জান্‌লা একেবারে একাদশী করে রয়েছে! একদম্ খোলেনি,—না?

প্র। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছিস্!

দ। আবার বলে "দেখ্‌তেই তো পাচ্ছিস্!" প্রেমের ব্যাপারে ওপোর ওপোর দেখে কি কিছু বোঝা যায়,—না—তা দেখে কিছু বিচার কর্ব্বার যো আছে? প্রেমটা যখন সুরু করেছিলে—তখন কেমন সবার চোখে ধুলো দিয়েছিলে মনে নেই? আমি আঁচে আঁচে ধ'র্‌লুম বইতো না!

প্র। আঁচে আঁচে আবার কি ধ'র্‌লি?

দ। ধ'র্‌লুম বই কি! এত বড় বাড়ী কোথায় ভাল লাগেনা,—কেবল ঐ জান্‌লাটীর ধার ছাড়া! হারমোনিয়াম্‌টা দেয়ালের এ পাশে ছিল,—তা'কে টেনে নিয়ে জান্‌লার কাছে রাখা হ'ল! জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই ব'ল্‌তে—"এদিকে বেশ হাওয়া,"—অথচ ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান্‌ও আছে—চাদ্দিকে বড় বড় জান্‌লাও আছে! যখুনি এসে ঘরে ঢুকিছি,—দেখিছি—বোন্‌টী আমার—ঐ জান্‌লা পানে চেয়ে—উপুসী ছারপোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে—

প্র। বেশ বোন্—এইবার তো তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল? ও কাল গবাক্ষ এবার জন্মের মত রুদ্ধ হয়েছে?

দ। রুদ্ধ তো দেখ্‌ছি? রুদ্ধ হবার কারণটা কি শুনিনা!

প্র। কারণ যা—ই থাক্,—কার্য্যটা তোমাদেরই ভাল!

দ। আমাদের মানে তো "আমার" ? তা—তোমার নাগরের প্রেমের কি আমি একজন অংশীদার ?

প্র। হ'লেই বা—দোষ কি ? দুই বোন্ আছি—দুই সতীন হব ! চুলোয় যাক্—এখন উপায় কি বল্ দিকি দিদি ? "এম—এ" কি আর কা'রও প্রেমে প'ড়লেন নাকি ?

দ। কেন বল্ দিকি ?

প্র। নইলে—

গীত।

(আমার) প্রেমের কপাট কেন বন্ধ ?
(ও কে) নিবিয়ে দিলে প্রাণের আলো,
এ আঁধার কি লাগে ভাল ?
কোথা ঘুরি ফিরি বল—
(হ'য়ে) দিশেহারা অন্ধ !
(যে) প্রাণজুড়োনো মলয় বাতাস আর আসে না ঘরে,
(সে) মনভুলানো চাঁদের কিরণ রইল কোথায় স'রে ?
(আমার) প্রেমলতা ফোটা ফুলে ভরা,—
(কিন্তু) পাইনা সুগন্ধ ॥

দ। তা'হ'লে খবর নিতে হবে—ওর বাড়ীর আশেপাশে আর কারও খোলা জান্‌লা আছে কি না ! ও যে রকম মেয়েমুখো নিরীহ এম্—এ এম্—এস্ সি,—ও এত সাহসী হবেন যে, অসি ধরে কি রসি বেয়ে ওপোরচড়াও হ'য়ে—কা কেও জোর ক'রে বাগিয়ে প্রেমে ফেল্‌বে ! ও কি রকম ছোক্‌রা জানিস্

বোঁন্ ? শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক,—দিব্যি ছাওয়াটী দেখে অসাড় হয়ে ফলভরা এক গাছের তলায় হাঁ করে গিয়ে বসে পোড়লো ! বরাতক্রমে একটা পাকা ফল হাতের কাছে ঝুপ্ করে এসে পোড়লো,—এদিক ওদিক দেখ্‌লে,—ভাগিদার কেউ নেই বুঝ্‌লে—অগত্যা পেটের দায়ে মুখে পুর্‌লে ! নইলে—"বনে বনে ঢুঁড়িরে বঁধুয়া কাঁহা চলি" গোছ্ করে—অভ্রভেদী গাছের ডগায় উঠে—এ ডাল ও ডাল লাফিয়ে—বেছে গুছে মনের মতন ফল পেড়ে নিয়ে ভোগ ক'র্ব্বে,—সে বীরত্ব ওর নেই !

প্র। বা দিদি—তুই কাকচরিত্রটা খুব রপ্ত করেছিস্ তো ?

দ। কাকচরিত্রের চেয়ে হনুমানচরিত্রটা বেশী রপ্ত হয়েছে—বোন্‌টী আমার ! তা সে কথা যাক্ ! এক আধদিন উঁকিটা ঝুঁকিটা— সে রকম কিছু,—ঐ—তোমার গিয়ে—যাহোক্—

প্র। একখানা চিরকুট—সেদিন একটা ঢিলে বেশ করে মুড়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল—

দ। ব্যস্—ইয়া আল্লা—

প্র। ওমা—ওকি ? হিঁদুর মেয়ে—আল্লা কি লো ?

দ। ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি—প্রাণ লোফালুফি চলেছে—তবে আর কি ! একেবারে প্রেমের জগঝম্প থেকে কাড়ানাগ্‌ড়ার বাজ্‌না বেজে উঠ্‌বে !

প্র। সে গুড়ে বালি। পত্রের মর্ম্ম,—তাঁর দাদার কঠোর শাসনের জোরে—তিনি বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় বন্ধ করেছেন ! এবং আমাকে যদি ভালবাসিয়া থাকেন—তাহা তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় এবং গর্হিত কার্য্য হইয়াছে !

দ। তুমিও উত্তর দাও,—"বড় বাধিত হইলাম! জান্‌লা খোলার দরুণ নিদারুণ উত্তুরে হাওয়ায় আমার নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই পত্ররূপ মোড়ক— ঔষধ পান করিয়া—এ যাত্রা এ জনার প্রাণ ভক মঙ্গল হয় বিশেষ!"

প্র। দাদা? তাঁর তো জানি দাদা কেউ নেই!

দ। একবার খোঁজ নেনা— কোন্ বেকুব তার দাদা—

গীত।

(ওসে) এমন কে দাদা, দাদা নয় সে—গাধা,
(যে) ভায়ের প্রেমে বাধা দেয় গো।
(আমার) বোন্‌টী যে যায়, বুঝ্‌লে না সে হায়,
(এ) বিরহমহড়া কে নেয় গো॥
দেখা পেলে তার ধরি দুটী কাণ,
ছিঁড়ি জোর ক'রে মেরে এক টান;
করে লাঠিপেটা, বলি— "ও কাণকাটা—
(এবার) সটান হও বিদেয় গো"!
বুঝি সে বোঝেনা প্রেম,
শেম্ শেম্—ইল্ ফেম্!
(Shame Shame Ill fame!)
এ কার্ বিট্ এ ডেম্—
(A cur bit a dame)
বুঝি ঘটিল হেথায় গো;—
(তা'রে) ক'রে দিই ব্লাইণ্ড্ লেম্—
(Blind lame)

ভুলাই ফাদার্স নেম্,—

(Father's name)

(এমন) হাঁদার কি দাদাগিরি

কভু শোভা পায় গো॥

(পটলচাঁদের প্রবেশ)

পটল। "দলনা বিবি—কি গান গাইছিলে?" (জিভ্ কাটিয়া) এ্যা—ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—কি ব'লে ফেল্‌লুম?

প্রভা। কেন মন্দ কি ব'ল্লে? বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" থেকে মীরকাসেমের বক্তৃতা (Acting) ক'ল্লে!

প। আ—রাম রাম! বঙ্কিম বাবুর "মীরকাসেমের" বৌয়ের নাম যে দলনী বেগম!

দ। তাই বুঝি তুমি বোনের নাম "দলনী" রেখেছ? বলিহারী বুদ্ধি যা হোক্!

প। আরে—কে এত বড় লম্বা চওড়া নাম ধরে ডাকে—"দনুজ—দলনী"! তার চেয়ে—সোজা সরল কথায় "দলনী বিবি" বলে ডাকি! শোনায় মিষ্টি—

প্র। বিশেষতঃ ভায়ের মুখে!

দ। শুধু তাই নয়,—"দলনী" নামটার ভেতর কতটা "আর্ট" আছে জানিস্?

দলনীতে "আর্ট" থাক্‌তে পারে,—কিন্তু তা ব'লে তোমার মুখের তো একটু আঁট্ থাকা দরকার! ভাই হ'য়ে বোন্‌কে "বিবি" "বেগম"—এসব কি কথা?

প্র। বুঝ্‌লে পট্‌লদা—এ দিদিকে নিয়ে তোমার দল করা চ'ল্‌বেনা! এ সব মাটী করে দেবে!

প। তাইতো দেখ্‌ছি! "দলনী বিবি" ব'লে ঘরের ভেতর ডেকিছি বলেই যদি চটে যায়,—তাহ'লে রাজ্যিশুদ্ধ audienceএর সাম্‌নে যখন দুই ভাইবোনে hero heroine হয়ে বেরুব, —তখন কি ক'র্ব্বি? অভিনয় ক'র্ত্তে গেলে কি সম্পর্ক ধরে কাজ হয়? দরকার হ'লে যাকে যা খুসী তাই ব'লে সম্বোধন ক'র্ত্তে হবে!

দ। কি বলে ও—বল্‌ দিকি বোন্‌?

প্র। কেন? তুই কি শুনিস্‌নি দিদি? পটলদা' যে একটা মস্ত দল ক'চ্ছে।

দ। কিসের?

প্র। যাত্রার!

দ। যাত্রার?

প্র। বিপর্য্যয় নবযাত্রার!

দ। গঙ্গাযাত্রা?

প। আরে দূর আহাম্মক! নতুন রকমের যাত্রার দল! পুরোণো যাত্রা আর ভদ্রলোকে শুন্‌তে চায়না! শুনে শুনে লোকে বিরক্ত হয়ে গেছে! এখন সবাই চায়—"একটা নতুন কিছু কর!"

প্র। তাইতে উনি এমন একটা নতুন কাণ্ডকারখানা ক'র্ব্বেন—যাতে দেশশুদ্ধ লোক একেবারে মেতে উঠ্‌বে!

দ। সত্যি নাকি? পট্‌লদা' এমন তালেবর হয়েছে?

প। তালেবর কি "কেলেবর,"—একবার যাত্রাজগৎকে দেখিয়ে দোবো!

প্র। যাত্রায় সাজ্‌বে কা'রা জানিস্? যেখানে যত বড় বড় পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টার আর দারোগা আছেন,—তারা হবে অভিনেতা!

দ। ওমা—একি? এত লোকজন থাক্‌তে পুলিস এনে যাত্রা ক'র্ব্বে কি?

প। হুঁ—হুঁ—বাবা—সব দিকে আমি হুঁসিয়ার! বাজে গোলা লোক যাকে তাকে সাজ্‌বাবো,—আর Playর দিন কখন্ কা'কে ধরে নিয়ে যাবে,—Play বন্ধ হবে,—দাঁড়িয়ে লোক্‌সান্ খেতে হবে! এ বাবা—সাবধানের বিনাশ নেই! এদের কাছে কেউ ঘেঁস্‌বে না—

দ। যুক্তিটা ভাল! আর অভিনেত্রী হবে কা'রা?

প্র। এই—তুই—আমি, আর আর যত ভদ্রলোকের—বড়লোকের মেয়ে,—বৌ,—বোন্—মাসী পিসী!

দ। দূর দূর! পাগল নাকি?

প। দূর—দূর কচ্ছিস্ কি? একবার দলটা বাগিয়ে নিয়ে একটা পালা খুলে ফেলি দেখ্‌না,—প্রথম দিনই নগদ পাঁচ হাজার টাকা বিক্রী দেখিয়ে দোবো! কি বলিস্ প্রভা—হবেনা?

আ। নিশ্চয়ই! দিদি, আমি, হরিশ বোসের বিধবা মেয়ে,—দত্ত বাবুদের ছোটবৌ,—বাঁড়ুয্যেদের নগিন্নী,—এঁরা যদি সব আসরে একবার নাম্‌তে সুরু করি,—তা'র সঙ্গে ইন্‌স্পেক্‌টার, জমাদার, কন্‌ষ্টেব্‌ল্—দারগামশাইরা থাকেন্—ব্যস্—তাহ'লে—পটল-দাদার পয়সা রাখ্‌তে কি আর জায়গাথাক্‌বে?

দ। বসে বসে মামার ভাত মেরে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে—মতলব ঠাউরেছো ভাল! যাত্রা হবে কোথায়? লোকের বাড়ী বাড়ী—না ময়দাপটী—বাসনপটীর বারোয়ারিতলায়?

প। আরে ছো—ছো! একটা permanent বন্দোবস্ত ক'র্ত্তে হবে! আপাততঃ ঠিক করেছি,—গড়ের মাঠে Calcutta Groundটা ভাড়া নোবো! তারপর বছরখানেক বাদে,—লাখ দুই তিন টাকা জম্‌লে গোলদিঘীটা কিনে—পুকুর বুঁজিয়ে মাঠ করে—পাকা যাত্রাতলা ক'র্ব্ব! বিল্‌ডিং কনট্র্যাক্ট্ দোবো Prince of Contractors মিষ্টার জে, সি ব্যানার্জিকে! দুই এক মাসের মধ্যে খুব সস্তায় ফাষ্ট্‌ক্লাস্ বিল্‌ডিং তুলে দেবে,—সহরে সকলকার তাক্ লেগে যাবে!

। যাত্রার বই লিখ্‌বে কে?

। সে খুব পাকা লোক আছে! ডোম্‌পাড়ার নিবু কৈবর্ত্ত! তিরিশ বছর পীতম্বর পাইনের দলে মন্দিরে দিত,—আর অধিকারীকে তামাক সেজে খাওয়াতো!

। একে কৈবর্ত্ত—তায় মন্দিরে দিত! তিনি তো তাহ'লে একেবারে সাক্ষাৎ কালিদাস! তার নাটকের চটক দেখে কে?

। আরে ঠাট্টা করিস্‌নি—ঠাট্টা করিস্‌নি! নিবু কৈবর্ত্ত শুধু কি মন্দিরে দিত? যত বড় বড় যাত্রাদলের অধিকারীদের তামাক সাজ্‌তো—আর তাদের সাটের খাতা চুরি করে রাত্রে লিখে নিত! সে সব নিজের কাছে অতি যত্ন করে এতদিন রেখেছিল! আমি দল খুল্‌লেই—এক এক করে নিজের নাম দিয়ে আমার দলে ছাড়তে সুরু ক'র্ব্বে! যাত্রা জমে একেবারে কুল্‌পী বরফ হয়ে যাবে!

৫। আর একজন কে তোমার চা-ওয়ালা বন্ধু খুব ভাল একখানা বই লিখ ছে—সেদিন ব'ল্লে পটলদা?

হ্যাঁ—সে আমাদের মাষ্টার গাউডি!

সে কে? ফিরিঙ্গী নাকি?

আরে না—না! Art Tea shop-এর Proprietor গৌরীপদ মান্না! বাংলা সেকেলে নাম "গৌরী" ব'দ্‌লে তিনি artistic নাম রেখেছেন—"গাউডি"! তার যা লেখা—চমৎকার! একেবারে যাকে বলে—"নব নব গদ গদ ভাব!" ওঃ! সে সব কি idea! এই অতি পুরোণো আরব্য উপন্যাস্‌কে—একেবারে হালের নতুন ছাঁচে ঢেলে ফেল্‌ছে! সেদিন "আলিবাবার" গোটাকতক সিন্ লিখে নিয়ে এসে চায়ের দোকানে শোনালে! Simply Grand! Marvellous! বুঝ্‌লি প্রভা? প্রথম অঙ্কের ড্রপের মুখে কেষ্টো রাধিকার এমন মারাত্মক বিচ্ছেদবক্তৃতা লাগিয়েছে,—দোকানশুদ্ধ লোক হাউ হাউ করে কেঁদেই অস্থির!

বল কি পটল্‌দা? "আলিবাবায়" কেষ্টো রাধিকে কোথা থেকে এল?

বুদ্ধি ক'রে আন্‌তে হয়েছে,—নইলে নতুনত্ব হয় কিসে? যাত্রা জমে কৈ? অভিনয়ে "আর্ট" দেখানো চল্‌বে কি ক'রে?

তুইও কি খেপ্‌লি নাকি?

তোকেও কি দলে না টান্‌বো মনে করিছিস্? পটল্‌দা যে ফন্দি এঁটেছে,—এবার থেকে দেখ্‌বি,—ভদ্রলোকের মেয়েদের আর অর্থকষ্ট মোটেই থাকবে না!

বুঝলি প্রভা—একটা মস্ত মক্কেল—আজ হাতে এসে পড়েছে!

কে বল দিকি?

তোমরা চিন্‌তে পার্ব্বে না! খুব পয়সাওলা লোক,—তার নাম দোলগোবিন্দ বাবু! ঐ যে সামনে আমোদ বাবুর বাড়ী—

প্র। ও দ। ওঁর কেউ হয় নাকি?

প। বোধ হয়! আমাকে খুব খাতির ক'রে ওদের ঐ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে—বড় মামার কথা—তোমাদের কথা—দিদিমার কথা—কত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস্ পড়া ক'ল্লে!

প্র। তুমি সব ব'ল্লে?

প। চুপি চুপি ব'ল্লুম বই কি! ব'ল্‌ব না? ভদ্রলোক আমার যাত্রার কথা শুনে খুব ফূর্ত্তি ক'রে আমার পিট্ টিট্ চাপ্‌ড়ে ব'ল্লে, "তুমি কারবার লাগাও,—যেত্তা রূপেয়া লাগে—হাম দেঙ্গা!"

দ। ভাল করনি পটল্‌দা'! মামাবাবু শুন্‌লে ভারি রাগ ক'র্ব্বেন! সেদিন তোমাকে অত যাচ্ছেতাই করে ব'কলেন—তুমি পাড়ায় কা'দের বাড়ীতে গান শুন্‌তে না কি ক'র্ত্তে গিয়েছিলে ব'লে! আবার যদি শোনেন তুমি পাড়ার লোকের বাড়ীতে গেছ—

(খালি গায়ে খালি পায়ে আধময়লা বস্ত্র পরিধান করিয়া জয়শঙ্কর রায়ের প্রবেশ)

(ইত্যবসরে দনুজদলনীর প্রস্থান)

জয়। আবার গিয়েছিল? আবার গিয়েছিল? গুওটা পট্‌লা—আবার গিয়েছিলি—(পটলের কাণ ধারণ)

প। না—না—মামা বাবু! কোথাও যাইনি—

প্র। ও তো কোথাও যায়নি বাবা—শুধু শুধু ওকে মাচ্ছ কেন?

জয়। তোরা জানিস্ না—ও বেটা লুকিয়ে লুকিয়ে দিনরাত এর ওর তার বাড়ী যায়!

প্র। সোমোত্তো বেটাছেলে—দিন রাত্তির ঘরের ভেতর কয়েদ থাক্‌তে পারে বাবা?

জয়। পারে না? তুই পারিস্ কি করে? ওর বোন্ দমু পারে কি করে? পার্ত্তেই হবে। বুঝ্লি পট্লা—খবরদার বাড়ী থেকে এক পা বেরুবি না,—বুঝ্লি?

প। ও বাবা—সে আমি পার্ব্বনা! আমাকে ফুট্বল্ ম্যাচ্ দেখ্তে যেতে হবেই, নইলে আমার ভাত হজম হবেনা! একবার চায়ের দোকানে যেতে হবেই—পাঁচটা দেশের ভাল মন্দ খবর নিতে হয়! আমার একটা মস্ত বড় কারবারের উদ্যুগ হ'চ্ছে,—তার সব যোগাড়যন্ত্র ক'র্ত্তে হবে? এ সব কি ঘরের ভেতর বসে মেয়েদের আঁচল ধরে বেড়ালে হবে নাকি?

জয়। এ্যাঁ—কারবার ক'চ্ছিস্—কারবার ক'চ্ছিস্? তা—তা—আমায় ব'ল্তে হয়! সে কথা তো গোড়া থেকে ব'ল্লেই পারতিস্!

প। ক'চ্ছি বই কি—মস্ত বড় কারবার! সপ্তাহে সপ্তাহে—রোজ রোজ ইচ্ছে ক'ল্লেই দুচার হাজার টাকা লাভ! আমি কি আর মামার ভাতের এখন অত তোয়াক্কা রাখি?

(পটলের প্রস্থান)

জয়। গুওটা হাজার হোক্—আমার ভাগ্নে কিনা,—চালাক চতুর আছে! কি বলিস্ প্রভা?

প্র। চালাক ব'লে চালাক? তোমার ওপোর যায় বাবা! আচ্ছা বাবা—তুমি এ রকম ক'রে আর কতদিন থাক্বে?

জয়। কি রকম ক'রে?

প্র। এত বড় জমীদার তুমি—আর এই রকম হীনবেশে বেড়িয়ে বেড়াও,—আমার বড় লজ্জা করে বাবা!

জয়। আরে কে আমায় চেনে? আমি কার সঙ্গে মেলামেশা করি!

প্র। চেনে তোমায় সকলেই! তুমি মনে ক'চ্ছ—এই রকম চাকর সেজে থাক্‌লে—কেউ তোমায় ঠাওর ক'র্ত্তে পার্ব্বেনা? আর মেলামেশা না করই বা কেন? শুধু বাসদেবপুরের তো জমিদার নও,—কল্‌কেতায় ১৫।১৬ খানা বাড়ী—কত জায়গা—জমী—

জয়। এই ক'ল্‌কেতার যত বদমায়েসের সঙ্গে মিলে মিশে—লম্বা চাল মেরে বেড়িয়ে সেগুলো তুদিনে ফুঁকে দিতে হবে নাকি? তুই জানিস্‌নে রে বেটী—জানিস্‌নে! এ সহর,—এখনকার পাড়াপড়শী সব জোচ্চোর—দাগাবাজ! একদিন পাড়ার একটা লোকের সঙ্গে যদি হেসে কথা কই,—কাল সে বেটা দলবল নিয়ে এসে—প্রথমে বৈটকখানায় জম্‌কে বসে তামাক মার্ব্বে,—তারপর দিন কতক বাদে বল্‌বে—"বামুন বাড়ীর পেসাদ পাব,—" তৃতীয় দফায় বল্‌বে—"গোটাকতক টাকা ধার দিতে হবে—"! ব্যস্‌—এইভাব চল্‌তে চল্‌তে—ক্রমে যত রাজ্যের ফন্দীবাজ ব্যাটারা এসে ঘনিষ্ঠতা ক'ল্লেই—বছরখানেকের ভেতর দেশশুদ্ধ লোক শুন্‌বে,—জমীদার জয়শঙ্কররায়ের ১৭ লক্ষ টাকা দেনা! ওরে বাবারে—বাবা!

প। তুমি কি ব'ল্‌তে চাও—সহরের সমস্ত বড়লোকই দেন্‌দার?

জয়। পনেরো আনা সাড়ে এগারো পাই! শুধু সহরের কি মা,—সহর পাড়াগাঁ—সদর—মফঃস্বল—গেরোস্তো—বড়লোক,—যে কেউ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেছে,—লম্বা চওড়া চাল যার একটু হয়েছে,—সেই দেন্‌দার হয়ে পড়েছে! হ'তেই হবে রে বেটী—হ'তেই হবে! সেইজন্যে দেশের বড় বড় লোকদের

উপদেশ,—কারুর সঙ্গে মেলামেশা না ক'রে—ঘরে খিল এঁটে উপোস্ করে পড়ে থাক!

(বট্ঠাকুমার প্রবেশ)

ব-ঠা। এই যে—জয়ি আছিস্! তোকে তির্ভুবন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

জয়। কেন? কি দরকার?

ব-ঠা। এই শোন্—ঘটক ঠাক্রুণ্ পেরভার কত ভাল সম্বন্ধ এনেছে—

জয়। কে ঘটক ঠাক্রুণ্? সেই বেটী নাকি?

প্র। বাবা—সেই জাঁদ্রেল ঘট্কী মাগী—আমি পালাই—

(প্রভারাণীর পলায়ন)

জয়। সত্যিই তো—সেই জমাদ্দারনী বেটী! নাঃ—আমাকেও পালাতে হ'ল—

ব-ঠা। আরে—পালাস্ কেন—পালাস্ কেন? অ জয়ী—অ প্রেভি—

জয়। তুমি আবার ঐ বেটীকে বাড়ী ঢুক্তে দিয়েছ বট্-ঠাকুন?

ব-ঠা। অত বড় থুব্ড়ো মেয়ে তোর ঘরে,—ঘটক ঘট্কী আস্বে না? মর্ হতভাগা! মেয়ের বিয়ে দিতে হবেনা?

জয়। আমি মেয়ের বিয়ে দোবোনা—যাও—ভাগো—

ব-ঠা। কি—আমি ভাগো? তোর এত বড় আস্পদ্দা—আমি তোর বাপের পিসি—আমি ভাগো?

জয়। আহা—তুমি ভাগ্বে কেন? ঐ বেটী জমাদ্দারনী ঘট্কী—

(এলোকেশী ঘটকীর প্রবেশ)

ঘ। আমায় ভাগায় কে? তোমার মত ঢের মেয়ের বাপ আমি দেখিছি—ঢের জমীদার দেখিছি!

জয়। তুমি বাছা কেন আমার বাড়ীতে আস বল দিকি ? আমি বলেছি তো,—এখন আমি মেয়ের বিয়ে দোবো না !

ব-ঠা। ফের্ ঐ কথা মুখে আন্‌ছিস্ ? অমন সুন্দরী মেয়েকে ঘরে পুরে রাখ্‌বি ! শত্রুমুখে ছাই দিয়ে উনিশ বছর পারে হ'তে যায়,—তার বিয়ে দিবিনি ? এ কি একটা কথা ? উনিশ পার হ'তে চ'ল্ল—আর বে না দিলে যে জাতে ঠেল্‌বে !

ঘ। আরে—এর মধ্যেই তো জাতে ঠেলে রেখেছে ! নইলে—মেয়ের বাপ হয়ে—ঘট্‌কীকে বলে কিনা—ভাগো ! আর ঐ এক ব্যাটা বেলেস্তারা বাঙ্গাল চুণোগলির ঘট্‌কা,—তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা কয় ?

জয়। তুই বেটী—আমার বাড়ী থেকে বেরুবি কিনা ? বট্-ঠাকুমা—ভাল কথায় ব'ল্‌ছি,—দাও তুমি এ বেটীকে বাড়ীর বা'র করে ?

~~ব-ঠা। কক্ষনো~~ দোবোনা ! প্রিভিকে আমি নিজের হাতে মানুষ করিছি,—প্রিভির বাপকে আমি নিজে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি,—প্রিভির ঠাকুদ্দাকে আমি আঁতুড়ে দুধ খাইয়েছি,—তা—জানিস্ ? আমি সেই প্রিভির বিয়ের ঘট্‌কীকে তাড়াব ? খবরদার বল্‌ছি ঘটক ঠাক্‌রুণ—তুমি যেওনা ! বল কি সম্বন্ধ এনেছ !

জয়। নিকালো বেটী ঘট্‌কী ! বেটীকে কট্‌কী জুতো মার্ত্তে মার্ত্তে বাড়ী থেকে—

ঘ। কি ? আমি দীনে বাগ্‌দীর মেয়ে—এলোকেশী বাগ্‌দিনী ! টালার মোছরমানের দাঙ্গায় একা তিনটে পাঠানের মাথা ফাটিয়েছি ! আমায় কট্‌কী জুতো দেখাও ? তোর জমীদারের নিকুচি করেছে—(পলায়নোদ্যত জয়শঙ্করের পরিধানের বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ)

—০—

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জয়শঙ্করের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ।

(কামিনীসেবকের প্রবেশ)

কা। (উচ্চৈঃস্বরে) কোর্ত্তাবাবু—কোর্ত্তাবাবু। গয়ের মধ্যে আছেন (স্বগত) দাঁওটা জুটছে ভাল! ছোড়দা-ঠাউরে যখন মুরুব্বি ধরছি,—এ বিবাহ রদ্ করে কেডা? খুব জোবর কমিশান্ মিল্‌বে! (উচ্চৈঃস্বরে) জমীদার বাবু—একবার বাহিরে আসেন! (স্বগত) বাড়ী নেই আচ কচ্ছি!. একটু অপিক্ষাই করি!

(এলোকেশী ঘট্‌কীর প্রবেশ)

ঘ। এই যে ব্যাটা বেলেস্তারা বাঙ্গাল—আবার এসেছ?

কা। আরে জাঁদ্‌রেল বিটী—তুইও যে আস্‌ছিস্ দেহি—

ঘ। আস্‌বোনা রে ব্যাটা? এ যে আমার বাঁধা ঘর—

কা। তোর বাঁধা ঘর? তুই কি বন্ধক রাখ্‌ছিস্ নাহি? রায়কোর্ত্তা কি তোর বাঁধাবাবু নাহি?

ঘ। হ্যাঁ রে ব্যাটা বেলোস্তারা ঘট্‌কা! এরা আমার পুরোণো খদ্দের! আমি রায় মশায়ের বিয়ে দিইছি,—রায় মশায়ের বাপের বিয়ে দিইছি,—রায় মশায়ের ভায়েদের বিয়ে দিইছি—

কা। হঃ—আমি রায়মশায়ের দ্যাশের শ্যাল্ কুকুরের বিয়া দিছি,—মানুষ তো কোন্ ছার! উঠ—বিটী—কত উঠবার পার!

ঘ। ব্যাটা ছোটলোক সদ্‌গোপের পো,—ব্যাটা নাকাপড়া শিখে—সং সেজে—শেষে আমার অন্নে ধুলো দিতে লেগে গেছ? বেটা ছোটজাতের দশাই ঐ!

কা। উঃ—বিটী কি আমার নিকোষ কুলীনের গোঁসাই ঠাক্‌রুণ! বিটী বাগ্‌দিব মেয়ে,—গাঙ্গে মাছ ধরা কাম ছাইড়ে ঘোট্‌কালি কর্‌বার আইছে! বিটিরে ছুঁলে চান্ কইরে শুদ্ধু হতি হয়!

ঘ। বেরো ব'ল্‌ছ তুই এ বাড়ী থেকে—

কা। আরে—তুই বার হ—

ঘ। ব্যাটা বাঙ্গাল! এখুনি এক কিলে তোর বুকে-পিঠে এক করে দোবো—

কা। জানিস্ বিটী,—বুটের ঠোক্করে তোর ঐ জালার পারা প্যাট্‌টা ফাটায়ে দিমু—

ঘ। তবে রে ব্যাটা বেলোস্তারা ফিরিঙ্গি—সদ্‌গোপ! এলোকেশী বাগ্‌দিনীর সঙ্গে চালাকী? (এক ধাক্কা মারিয়া ভূতলে পাতিতকরণ)

কা। (চীৎকার পূর্ব্বক) পুলিস্—পুলিস্! মেরে ফ্যাল্‌ছে—অ কর্ত্তাবাবু! (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) তোর বাগ্‌দিনীর নিকুচি কর্‌ছে (উভয়ের হাতাহাতি ও মারামারি)

(দোলগোবিন্দের প্রবেশ)

দো। আরে—একি—একি? unequal combination? লৌহপাত্র ও মৃন্ময় পাত্রের সংঘর্ষণ? আরে—এ তাড়কামাগী কে রে? আরে ও ব্যারিষ্টার ঘটক—ও কামিনীসেবক—আরে থামো—থামো—

কা। আরে দ্যাহেন তো—ছোট্‌দা-ঠাউর! কি প্রকার ঘুষোচ্ছে? আমি তো self-defence করছি মাত্র—

ঘ। ব্যাটা—সদ্‌গোপ্! আজ তোর নাক্ কাম্‌ড়ে—

দো। খবরদার ব'ল্‌ছি মাগী—চুপ্ করে দাঁড়া—

লু। (দোলগোবিন্দকে দেখিয়া) ওমা—কি লজ্জা—ছোড়দা'বাবু? ছি—ছি ঘেন্নায় মরি—রাধামাধব—(ঘোম্‌টা টানিয়া প্রস্থান)

কা। হঃ—বিটী একেবারে লজ্জাশীলে নবোঢ়া কন্যা হইছে।

দো। আরে মর্—ও বেটী সেই বাগ্দি এলোকেশী না? ওর সঙ্গে তোমার কুস্তী হ'চ্ছিল কেন?

কা। আরে গ্রহর কথা কহেন ক্যান্! Men of the same proffession never agree! ও বিটীও এ বাড়ীতে ঘোট্‌কালী কর্ত্তে আইছিল,—আমিও আইছি! ও ঘট্‌কী—আমি ঘোটক।

দো। তাই বুঝি Horse-race হয়ে গেল এক পক্কর?

কা। উঃ—বিটী যা মোরে কিলাইছে—তা কয়বার পারিনা! একটী একটী কিল যেন Antwarp এর কেল্লার গাত্রে German Howitzer দাগ্‌ছে! হাই কোর্ত্তাবাবু আস্‌ছেন—

দো। উনিই কর্ত্তা? সর্ব্বনাশ! আমি মনে ক'র্ত্তুম—জমীদার বাড়ীর চাকর!

কা। হ—হ—আপন্‌গার পালা সুরু করেন—

(জয়শঙ্করের প্রবেশ)

জয়। এখানকার বাস কাজেই আনায় তুল্‌তে হ'ল! কি ব্যাপার? এক বেটী ঘটকীর এত প্রতাপ? সাধে এ সহরের কোন শালার সঙ্গে—

কা। প্রণাম কোর্ত্তাবাবু—আশীষ করেন—

জয়। এক বেটী ঘটকী তো ঠ্যাঙ্গাবার উপক্রম করেছিল! তোমরা কি বাবা স্বদেশী ডাকাত? পিস্তল টিস্তল চালাবে?

কা। এজ্ঞে—কেমন কথা কইছেন? আমি ঘোটক—

দো। ঘোটক তো আস্তাবলে দানা খাওগে যাওনা বাবা,—এখানে কেন?

জয়। তুমি কে বাবা?

দো। নমস্কার মেসোমশাই! পায়ের ধুলো দিন! (পদধুলি গ্রহণ) চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি যে ভুলো?

জয়। ভুলো ফুলো—আমার কোন দরকার নেই,—সরে পড়!

দো। দিদিমা ঠিক ব'লেছিল,—"তোর মাসী যখন নেই,—তখন মেসোর বাড়ীর চৌকাঠ কখনো মাড়াস্‌নি!" (রোদন) এখন দেখ্‌ছি ঠিক তাই! যার মা-মাসী নেই,—তার বাপ-মেসোর সঙ্গে সম্পর্ক কি?

কা। (সরোদনে) হঃ—আপনার জন,—রক্তের টান বোরই টান!

দো। আপনি চিন্‌তে পার্ব্বেন না! আমি আপনার বড় শালীর পুত্র—

জয়। আমার বড় শালী? আমার শ্বশুরের তো—

দো। মাসীমাই ছিলেন এক মেয়ে! আমি মাসীমার পিস্‌তুতো ভগ্নীর—

জয়। ও—তুমি—তুমি কি হরদেব দাদার—

দো। এই—এই—হরদেব দাদার—হেঁ! তাঁর বাড়ী ছিল কোথায় মনে প'ড়ছে তো?

জয়। কল্যাণপুরের গাঙ্গুলী বাবু—

দো। এই—এই—কল্যাণপুরের হরদেব গাঙ্গুলী,—সেই তো আপনার পিস্‌তুতো ভায়রাভাই? মনে প'ড়েছে তো! হেঁ—হেঁ—ছেলে বেলায় আপনার এই বাড়ীতে—

জয়। আরে—এ বাড়ী তো আমি হালে কিনেছি—

দো। তা' কি আর মার কাছে শুনিনি? আপনি তো বাসুদেবপুরেই

বরাবর ছিলেন! আর মেসোমশাই—ক'লকেতায় কি আর ভদ্রলোক থাকে?

জয়। এ্যা—তুমি হরদেব দাদার ছেলে? তোমায় এতটুকু দেখেছি—

দো। আজ্ঞে—এই ত্রিশ বছরটুকুর মধ্যে কি রকম বেড়ে গেছি দেখুন না!

জয়। তোমার বাপ আমার হরদেব দাদা—

দো। আজ্ঞে—তিনি গেঁয়ো নাম ব'দ্‌লে—ক'ল্‌কাতায় থাকৃতেন! আমার বাপের নাম সকলে জানে—কৃষ্ণকমল ঘোষাল! মাঠাকৃরুণ্‌ গত হ'লে বাবা আবার বিবাহ ক'ল্লেন,—এই আপনার এই বাড়ীর কাছাকাছি—এক বড়লোকের বাড়ী!

জয়। তোমার মা-ঠাকৃরুণ্‌ গত হয়েছেন ক'দিন? কই—তা'তো শুনিনি!

দো। সে আজ প্রায় ৪০।৫০ বছর হবে—

জয়। আরে কি বল্‌ছ তুমি? তবে তুমি বাজে লোক বোধ হয়—

কা। (স্বঃ) এই সব বিগ্‌রাইছে রে!

দো। আজ্ঞে শোকে তাপে কি আমার মাথার ঠিক আছে মেসোমশাই? যাক্‌—ও সব পরিচয়ে আর কাজ কি? বাবাও যখন মরেছেন,—মাও যখন মরেছেন,—মাসীমাও যখন দেহরক্ষা করেছেন,—তখন আত্মীয়তায় আর দরকার কি? এতকাল যে জিনিষ কারিনি,—এখন করে কি হবে?

কা। (স্বঃ) ফের্‌ পালা জমাইছে! ছোড়্‌দা ঠাউর ওস্তাদ খুব!

দো। ভয় নেই,—আমি আপনার বাড়ীতে বাস ক'র্ত্তে আসিনি! এই মা কালীর স্বপ্নাদ্য ফুল নিন,—আর এই এক হাঁড়ী মার প্রসাদী ভাল "আবার খাব" সন্দেশ নিন্‌! ওরে—এদিকে দিয়ে যা

(জনৈক ভৃত্যের জবাফুলের মালা ও এক হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া প্রবেশ ও জয়শঙ্করের হস্তে প্রদান। জয়শঙ্করের সেগুলি গ্রহণ ও বাটীর ভিতরে রাখিয়া পুনঃ প্রবেশ)

জয়। কালীঘাটে গিয়েছিলে নাকি ?

দো। কাল হঠাৎ রাত দুটোর সময় স্বপ্নে দেখ্‌লুম যেন, কালীঘাটে মাকে দর্শন ক'র্ত্তে গেছি ! সেখানে মন্দিরের দরজায় হঠাৎ যেন মাসীমার সঙ্গে দেখা হ'ল--

জয়। তারা—তারা—জয় মা শঙ্করী—তারা !

দো। মাসীমা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্লেন,—"আমার প্রভার বিয়ে হ'চ্ছেনা,— একটা ভাল পাত্র দেখে সন্ধান ক'রে কাল প'রশুর মধ্যে কর্ত্তাকে গিয়ে খবর দিয়ে এস !" একে স্বপ্নে মাসীমার দর্শন,— তার ওপোর কালীঘাটে প্রতিজ্ঞে ! তাই প্রাণের দায়ে এসেছি !

জয়। হাঁ—মিথ্যে নয় ! আমিও গিন্নীকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি !

কা। (স্বঃ) স্বোপনে স্বোপনে মিলাইছে ঠিক্ ! কাজটা লাগ্‌তি পারে !

জয়। কিন্তু আমি তো মনের মত পাত্র না হ'লে বিবাহ দোবোনা ! তা সে স্বয়ং মা জগদম্বা এসে ব'ল্লেও দোবোনা !

কা। (স্বঃ) ঐখানেই বেগোর করছে !

দো। যাক্,—সে যা ভাল হয় আপনি ক'র্ব্বেন। আপনি বাপ,—আপনি যা কর্ব্বেন—সেইটেই তো হবে ! অন্যের কথা কওয়া বাতাসে ঢিল্ মারা ! তা'হ'লে একবার প্রভাকে ডাকি ! বট্‌ঠাকুমা বেঁচে আছেন তো ?

কা। আছেন বই কি ? নিটোল দ্যাহ লইয়াই সশরীরে বর্ত্তমান আছেন !

দো। পটল ভায়া কোথায় ? প'ড়ছে শুন্‌ছে তো ? বমুজ দিদি বাড়ীর ভেতর বুঝি ?

জয়। সব গোলমাল হ'চ্ছে আমার! তা—তুমি বাবাজি—বাপের নাম কি ব'ল্লে?

দো। বাপের যা নাম—তাই ব'ল্লুম! বুড়ো বয়সে কি বাপ ভাঁড়াব? থাক্—সে কথা ছেড়ে দিন! (উচ্চৈঃস্বরে) অ প্রভারাণী! অ প্রভা দিদি! অ বোন্ দনুজদলনী! একবার এখানে এসতো দিদিমণিরা! কই গো বট্‌ঠাকুমা? একবার নেবে এস! এতকাল বাদে এলুম একটা পেন্নাম ক'রে যাই! মেসো-মশায়ের যে ব্যাপার দেখ্‌ছি,—আত্মকুটুম্বদের সবাইকে ভুলে মেরে দিয়েছেন! অ প্রভাদিদি—

জয়। আরে—চেঁচাচ্ছ কেন বাবাজি? তা'রা তোমায় চেনেনা শোনেনা,—অম্নি "এস" ব'ল্লেই আস্‌বে?

(বট্‌ঠাকুমা, প্রভারাণী ও দনুজদলনীর প্রবেশ)

বট্‌-ঠা। আয়না লো ছুঁড়ীরা! আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে হয়তো কেউ এসে থাক্‌বে! আয়না—লজ্জা কি? হ্যাঁরে জয়া! কে ডাক্‌ছে রে?

দো। আমি গো বট্‌ঠাকুমা! পেন্নাম হই! (প্রণামকরণ)

বট্‌-ঠা। বেঁচে থাক—রাজা হও—

প্র। (দনুজের প্রতি) কে বল্ দিকি দিদি?

দ। (প্রভার প্রতি) কি জানি বোন্?

দো। কি রে প্রভা—কি রে দনুজ? ভাল আছিস্? আমায় চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না? আমি যে তোদের দলু-দাদা? একটা পেন্নামও কল্লিনি?

বট্‌ঠা। (প্রভা ও দনুজের প্রতি) হাঁ ক'রে চেয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? ও যে আমাদের বেন্দার খোকা,—এই এত বড়টা হয়েছে—

দো। হ্যা—হ্যা—হ্যা—বুড়োমানুষ হ'লে কি হয়? বট্‌ঠাকুমা ঠিক চিন্‌তে পেরেছে তো—ঠিক চিন্‌তে পেরেছে!

জয়। (হতভম্ব হইয়া) বেন্‌দা কে আবার?

কা। (স্বঃ) ফের্ প্যাঁচে ফ্যাল্‌ছে! সামাল দিবে এ্যানে,—খুব খালফা আছে ছোট্-দা-ঠাউর!

দো। থাক্—থাক্—বট্‌ঠাকুমা পরিচয় পরে হবে! এই নাও,—তোমার জন্যে ছিরিক্ষেত্তর থেকে গুল-দোক্‌তা রাখ্‌বার রূপোর কৌটো এনেছি—

বট্-ঠা। এনেছিস্—এনেছিস? হে—হে হে—বেঁচে থাক্ বাবা—বেঁচে থাক্! আজ বিশ বছর ধরে কত লোককে খোসামোদ ক'চ্ছি যে—

দো। মেসোমশাই! প্রভা আর দনুর জন্যে দু'ছড়া সরু চেইনহার এনেছি,—পরিয়ে দিই,—কি বলেন?

জয়। আরে রোসো,—আমি তো গোলকধাঁদায় পড়িছি!

দো। আমার সময় নেই—এখুনি চলে যেতে হবে! এ পক্ষের মামার বাড়ীতে আজ নেমন্তন্ন! প্রভাদিদি! দনুদিদি! (তাহাদের নিকটে গিয়া হার পরাইতে পরাইতে চুপি চুপি কথন) প্রভারাণী! ভ'ড়কে যেওনা! আমি আমোদকুমারের পিস্‌তুতো ভাই,—তা'র সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার জন্যে এই সব ফিকির ক'চ্ছি! বুঝ্‌লে দনুজদিদি?

প্র। ও দ। (চুপি চুপি) বুঝিছি! (উভয়ের প্রণাম)

জয়। কি কথা ব'ল্‌ছিলে ওদের ফিস্ ফিস্ করে?

প্র। তুমি যদি না চিন্‌তে পেরে থাক,—আমার মাস্‌তুতো ভাইকে আমি চিন্‌বোনা? আসুন দাদা'—জলটল খাবেন! চল বট্‌ঠাকুমা—

দনু। চল—চল—দাদাকে কে না চেনে? দাদা আমাদের কত আপনার লোক!

জয়। সত্যি তোর মাসতুতো ভাই? হ্যাঁ রে প্রভা! আমি চিন্‌তে পাচ্ছিনা কেন?

দো। (সরোদনে) আমার বরাৎ! নইলে মাসীমা অসময়ে মারা যাবেন কেন?

ব-ঠা। আমি সেই অব্‌ধি ব'ল্‌ছি—ও আমাদের বেন্‌দার খোকা!

দো। এখনও সেই খোকাই আছি—বুঝ্‌লে বট্‌-ঠাকুমা?

(প্রভা, দনুজ, বট্‌-ঠাকুমা ও দোলগোবিন্দের প্রস্থান)

কা। (স্বঃ) আমার গতি কি? এ হালা তো চামার! এক পিয়ালা চা তো দিবেই না,—ঘরে একটু বস্‌তেও কইবেনা!

জয়। ও তো শালীর ছেলে ব'লে বাগিয়ে সাগিয়ে অন্দরে মেয়েদের কাছে ঢুক্‌লো! তুমি কি বাবা—বোনাই হ'য়ে ঘরজামাই থাক্‌বে নাকি?

কা। এজ্ঞে—ঘোটকেরে কি আজ্ঞা কচ্ছেন কোর্ত্তা? আমি সোদ্‌গোপ্‌—বামুনের ভুনাই হবার পারি?

জয়। ভাল পাত্রের যদি সন্ধান থাকে,—লেখাপড়া জানা—চারটে পাঁচটা পাশ করা হবে,—বাপের পয়সা থাক্‌বে,—ছেলেটী দেখ্‌তে শুন্‌তে কার্ত্তিক হবে,—২৫।২৬।২৭ বয়স হবে,—আর নিজের কারকারবার থাক্‌বে,—ব্যবসাবাণিজ্য থাক্‌বে,—সেই পাত্র আমি চাই! নইলে—মেয়েকে আমি আইবুড়ো রাখ্‌বো!

কা। এজ্ঞে—এক আধ্‌টা item যদি কম্‌বেশ হয়—

জয়। তা'হ'লে—এ বাড়ীতে ঢুকোনা! যাও—আমি দরজায় হুড়কোটা দিয়ে,—শালীর ছেলের ব্যাওরাটা দেখি! যাও—দেরি কোরোনা!

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(পটলচাঁদ, হরিপদ, মাণিক ও বিশ্বম্ভরের প্রবেশ)

হরি। কি হে পটলচাঁদ—কত দূর কি হ'ল ?

বি। আমরা যে সব ব্যস্ত হয়ে পড়িছি

প। শুধু ব্যস্তইতো সব হ'য়ে প'ড়েছেন,—আসল কাজের বেলা তো কা'কেও পাওয়া যাচ্ছেনা !

হরি। আরে ব্রাদার—আগে দলটা যোগাড় যাগাড় ক'রে খুলে ফেলোনা,—তারপর আমরা গিয়ে তখন মুরুব্বি—মালিক—সর্দ্দার,—যা বল, তাই হ'য়ে তোমার যাত্রা manage ক'র্ব্ব !

প। দল খুল্‌বো কি ক'রে ? আগাম কিছু টাকা হাতে না পেলে—কায আরম্ভ করি কি ক'রে ?

হরি। এই যে সেদিন ব'ল্লে—কে একজন তোমার টাকা দেবার মক্কেল জুটেছে ! সে কি "ভাগল্‌বা" নাকি ?

প। কে ? দলু বাবু ?

হরি। কে দলু বাবু ?

প। খুব বড়লোক ! আমাদেরই কুটুম্ব হবেন ত্ব'চার দিনের মধ্যে ! তা'রই ভরসায় তো উঠে পড়ে লেগেছি ! এই যে চাদ্দিকে মোটর চেপে ঘোরাঘুরি ক'চ্ছি,—লোকের বাড়ী বাড়ী যাতায়াত ক'চ্ছি,—ঐ দলু বাবু আগাম ৫০০৲ টাকা দিয়েছিলেন,—তাই থেকেই তো !

বিশ্ব। কে দলু বাবু হে ? পয়সাওলা লোক ? ক'ল্‌কেতায় থাকে ?

হরি। আমরা চিনি না ?

প। চেনেন বই কি ! ঐ আপনারা যাকে "ছোড়দা" ব'লে ডাকেন !

হরি। এই মরেছে! ঐ বদ্‌মায়েস্‌টাকে দলে নিয়েছ?

বিশ্ব। পেটো দালাল দোল্‌গোবিন্দ ঘোষাল? সে ৫০০৲ টাকা দিয়েছে?

মা। এ'কথা তো বিশ্বাসই হয়না!

প। কেন? আপনাদের টাকা আছে—তাঁ'র কি টাকা নেই নাকি? আপনাদের টাকা আছে,—সেটা কেবল আপনাদের লম্বাচওড়া কথাবার্ত্তায় আর বাড়ী—মোটর গাড়ী দেখে আঁচ্‌ করে নিতে হয়,—কিন্তু এক পয়সা পান খরচ কর্ব্বার বেলায়—সে পয়সা অম্নি Father-mother Gander-Goose হয়ে পড়ে!

বিশ্ব। আর ঐ দলু ঘোষাল বেটা একেবারে দাতাকর্ণ আর কি!

প। "ব্যাটা—ব্যাটা" ক'র্ব্বেন না তাঁ'কে বলে দিচ্ছি! এখুনি যদি আমি তাঁ'কে ব'লে দিয়ে আসি,—তা'হ'লে আপনাদের অন্দরে ঢুকে মেরে ধরে একেক্কার ক'রে দিয়ে আস্‌বেন,—এমন লোক নন্‌ তিনি! হেঁ—হেঁ—বাবা!

হরি। না—না পটলচাঁদ—এ একটা কথার কথা হয়ে গেল! কিছু মনে কোরোনা! বিশেটা একটা পাহাড়ে মুক্ষু!

প। আর সত্যিইতো,—ঐ দলু বাবু দাতাকর্ণই তো! কত গরীব দুঃখী ভদ্রলোককে শুধু শুধু টাকা দেন,—আমি নিজের চক্ষে দেখেছি! এই আমাকেই তো—এক কথায় ঝড়াক্‌ করে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট্‌ ঝেড়ে দিলেন!

হরি। তা'হ'লে মুরুব্বিটা পাক্‌ড়েছো ভাল! তা'—পাঁচ্‌শো টাকায় তো এ বিরাট ব্যাপার হবেনা!

প। আমাকে বলেছেন,—"তুমি লোকজন ঠিক কর,—আমি যথাসময়ে ১০।২০ হাজার—যা দরকার—দোবো!" তা—ব'ল্‌ছি কি—আপন'রা তো টাকাকড়ী কেউ দিতে পার্ব্বেন না,—তা'হ'লে আর এক কাজ তো ক'র্ত্তে পারেন—

বিশ্ব। কি—কি বল দিকি ? সাজ্‌তে হবে ? সাজ্‌তে হবে ? তা—তা খুব পার্ব্ব ?

প। হ্যাঁ—আপনারাও সাজ্‌বেন,—আপনাদের স্ত্রীদেরও সাজাতে হবে !

সকলে। কি ব'ল্লি ছোঁড়া ? যত বড় মুখ—তত বড় কথা ?

প। (বক দেখাইয়া) উর্‌র্‌ বক্‌—দেখেছ ? এর বেলায় তেউড়ে উঠলেন কেন ? পরের মেয়ে—পরের বৌ—পরের বোনেরা সাজ্‌বে,—তা'তে খুব আনন্দ—খুব উৎসাহ—খুব তাগাদা! আর নিজেদের বেলায় অম্‌নি—"যত বড় মুখ—তত বড় কথা ?"

হরি। তোমার বাড়ীর মেয়েরা সাজ্‌বে তো ?

পট। আমার দুই বোন্ আছে,—তা'রা সাজ্‌তে তো রাজী আছেই ! মামাতো বোন্ যেটী—সে তো সাজ্‌বেই,—কারণ, দল্লু দাদার ভাই আমোদ বাবুর বৌ সে,—আর আমোদ বাবু আমার যাত্রার First class Hero ! যেমন চেহারা—তেমনি রং—তার ওপোর M. A. M. Sc. পাশ !

হরি। কি ব'ল্‌ছ হে ? তোমার মামাতো বোন্—কা'র বৌ ব'ল্লে ?

বিশ্ব। আমোদ বাঁড়ুয্যের ?

প। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—ন্যাকা হ'চ্চ কেন ? তোমাদের এক গেলাসের এয়ার ! আমাদের পাড়ার রায় বাহাদুরের ছেলে ! চিরটা কাল যার মাথায় হাত বুলিয়ে কত খেয়েছ—মজা করেছ মোটর চেপেছ—বাগানপার্টি দিয়েছ! বাবা—আমি পটলচাঁদ বাঁড়ুয্যে,—ন্যাকা সেজে বেড়াই বটে,—কিন্তু সবার খবর রাখি,—সকলকার নাড়ীনক্ষত্র জানি !

মা। বল কি হে ছোক্‌রা ? তোমার মামা ক্রোরপতি জয়শঙ্কর রায়,—

তাঁ'র ঐ একটী মাত্র মেয়ে! তা'র সঙ্গে বিয়ে হ'ল কিনা—একটা দেউলে—দেনদার—অতি হতভাগা—ঐ আমোদের ?

গ। মশাই! মুখ সাম্‌লে কথা কবেন! প্রভার বিয়ে এখনও হোক্ না হোক্—আমোদ বাবুই আমাদের জামাইবাবু! ঐ আমার মামাতো বোন্ প্রভার সঙ্গে তাঁর বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্,—সুতরাং তিনি আমার বোনাই! আপনারা শালার সাম্‌নে বোনায়ের যদি নিন্দে করেন তো আপনারা শালার বেটা শালা—

(ভাংচাইয়া পলায়ন)

বিশ্ব। তবে রে শালা (পশ্চাৎ গমনোদ্যোগ)

সকলে। (বাধা দিয়া) থাক্—থাক্—শালা ছোটলোকের সঙ্গে কাজ নেই—

হরি। তাইতো হে—ব্যাপার কি ? আমোদটার এমন জোর বরাত ? একেবারে ক্রোরপতির জামাই হ'ল ? উঃ—দম্ ফেটে মরে যাব—দম্ ফেটে মরে যাব—

বিশ্ব। এ সব ঐ ভুলু ঘোষালের কাদানি! শালা খুব দাঁওবাজ! বেড়ে দাঁও লাগিয়েছে!

মা। দাঁও ব'লে দাঁও ? বুড়ো—যা'কে বলে—"টাকার কুমীর!" মেয়ের বিয়ের যৌতুক কি দেবে জানিস্ ? নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা—Hard cash! তা'রপর তো বুড়ো বেটা ম'লে,—মেয়ে জামাইয়েরই সর্ব্বস্ব! ওরে বাপ্‌রে—ওরে বাপ্‌রে! কাল যে দেনার দায়ে লক্ষ্মীর হাঁড়ির মোহরটা শুদ্ধু বন্ধক দিয়েছিল,—সে হবে কিনা আমাদের চোখের সাম্‌নে—ক্রোরপতি ?

হরি। ভাংচি দিতে হবে—ভাংচি দিতে হবে! যেমন করে পারি—আমোদ বাঁড়ুয্যের বড়লোক হওয়া বন্ধ ক'র্ত্তেই হবে!

মা। আজকাল শুনিছি কোন্ অফিসে চাকুরি ক'চ্ছে—

হরি। ক'র্ত্তেই হবে—ক'র্ত্তেই হবে। ঐ 'ওর ছোড়দা' ব্যাটা—মাঝখান থেকে নিজে দাঁও কস্‌বার মতলবে—তোমার আমার কাছে ওর দেনাগুলো শোধ ক'রে নিজে মহাজন হয়ে বসেছে! এই দেখনা,—দু'চার দিনের মধ্যে বাড়ীঘরদোর গাড়ীঘোড়া মোটর—বাগান,—সমস্ত (Saleএ) সেলে চ'ড়লো বলে!

বিশ্ব। কিন্তু—এ বিয়ে হ'লেই সব মাটী:

হরি। উঠে পড়ে লাগ,—ভাংচি দাও—ভাংচি দাও—(নেপথ্যে চাহিয়া) ওহে—ওহে—ভারি মজা হয়েছে—ভারি রগড় হয়েছে! ভগবান আছেন—ভগবান আছেন—

সকলে। কি—কি বল দিকি?

হরি। ঐ—ঐ—সেই পাগ্‌লা-চৈতন জমীদার—multi-millionaire জয়শঙ্কর রায় এই দিকেই আস্‌ছে!

সকলে। কৈ—কৈ!

হরি। আরে—ঐ যে—কাঁধে চাদর ফেলা, মাথায় গামছা পাট করে বসানো—ঐ মোটাসোটা বেঁটেপানা—ছাতি কাঁধে—

বিশ্ব। আরে দূর্—ও জমীদারের সর্কার—

মা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ ওকে জমীদারের বাড়ীতে দেখেছি বটে। ও গোমস্তা!

হরি। আরে আমি বল্‌ছি—ঐ জমীদার জয়শঙ্কর রায়—

সকলে। কি বলে তার ঠিক নেই—

হরি। আরে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

(জয়শঙ্কর রায়ের প্রবেশ)

জয়। (স্বঃ) ট্রামে না এসে—একখানা গাড়ীতে এলেই ঠিক হ'ত,—ঠিকানা খুঁজ্তে বেগ পেতে হ'ত না! (কাগজ বাহির করিয়া) The Bengal Jute & Cotton Co., (দি বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন্ কোম্পানী), নম্বর ৬২এ (No. 62A, Clive Street—Calcutta.) ক্লাইব ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

হরি। প্রণাম জমাদার মশাই—

জয়। এঁা তা—তুমি—আপনারা—কায়স্থ না ব্রাহ্মণ—

হরি। আমি কায়স্থ—

জয়। জয়োঽস্ত। তা—কা'কে খুঁজ্ছেন বাবু?

হরি। আপনি তো বাসদেবপুরের জমিদার,—সাঁখারিটোলায় মস্ত বাড়ী কিনেছেন? আপনার নাম তো জয়শঙ্কর রায় মহাশয়?

জয়। কে ব'ল্লে আপনাদের?

বিশ্ব। আরে—না—না মশাই—ও ভুল ক'রেছে! আপনি বুঝি জমীদার বাবুর গোমস্তা?

জয়। খানিক্টা।

মা। পুরোণো চাকর বোধ হয়?

জয়। কতকটা।

হরি। মশাই! বুঝ্তে পেরেছি—আপনি আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্বেন না! আপনি ক'লকেতার লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় মেলা-মেশা করেন না—তাও জানি! কিন্তু এমন ঠকান্টা ঠ'কলেন কেন?

জয়। কেন—কেন—কেন বাবারা? কি ঠকিছি?

সকলে। আপনিই তা'হ'লে জয়শঙ্কর রায় ?

জয়। ওরে বাবা—জয়শঙ্করের বাপ নির্ব্বংশ হোক্! ধরে নাও বাবা—আমিই সেই—

হরি। ধরে নোবো কি ? আপনি কি ব'ল্‌তে চান্—আপনি তা নন্ ?

জয়। ওরে—তোদের গুষ্টির পায়ে পড়িরে বাবা—আমি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই—জয়শঙ্করের বাপের পিণ্ডি! তা কি—কি ব'ল্‌ছিলে বাবা! ঠকিছি কি ?

বিশ্ব। বেজায় ঠকেছেন !

জয়। সর্ব্বনাশ ক'ল্লে রে বাবা! এখনও বলে "ঠকেছেন"! কি ঠকিছি বল্! তোদের বাপ নির্ব্বংশ হোক্!

সকলে। ওকি মশাই ? গাল দিচ্ছেন কেন শুধু শুধু ?

জয়। তোদের নয় তোদের নয়—আমার আমার! তোদের ভুলে বলিছি! তোদের বাপের রোজ রোজ বংশবৃদ্ধি হোক্! ছু'মাসের খোরাক্ এক দিনে খরচ হোক্!

সকলে। ওকি মশাই ? ফের্ গাল দিচ্ছেন ?

জয়। আরে মলো যা! নির্ব্বংশও হ'তে দেবেনা, বংশবৃদ্ধি হ'তেও দেবেনা! তবে তোদের বাপেরাই মরুক্!

হরি। কোথাকার পাগল রে ?

জয়। হ্যাঁ—বাবা—সত্যিই আমি পাগল! পাগল হবার ভয়ে কারুর সঙ্গে মিশিনা বাবা! চাদ্দিকে চোর জোচ্চোর আমাকে পাগল কর্ব্বার জন্যে দাড়া বা'র করে বসে আছে! বল্ বাবা বল্—কি ঠকিছি!

হরি। অমন সুন্দরী মেয়ে.—যা'কে বলে—রূপেগুণে লক্ষ্মীসরস্বতী—

জয়। কি হ'য়েছে বাবা—তোমাদের তা'তে কি হ'য়েছে বাবা? সুন্দরী মেয়ে আমার ঘরের ভেতর আছে,—তোমাদের কি ক্ষতি ক'রেছে বাবা?

বিশ্ব। আমাদের ক্ষতি ক'র্ব্বে কেন? আপনারই সর্ব্বনাশ ক'রেছে!

জয়। কেন বাবা—কেন? "চিচিং ফাঁক" ক'রেই বলনা বাবা!

হরি। ধনকুবের আপনি,—পরমাসুন্দরা মেয়ে আপনার, তা'র বিয়ে দিচ্ছেন কিনা—

জয়। বিয়ে তো দিইনি বাবা? কোন্ শালা বলে,—বিয়ে দিইছি?

বিশ্ব। খুব সাবধান! শুন্‌ছি আপনার প্রতিবেশী গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যের ছেলে আমোদকুমারের সঙ্গে—

জয়। ছেলেটা তো দিব্যি বাবা!

হরি। হাড়বয়াটে!

জয়। তোমাদের সঙ্গে তো মেশেনা বাবা—

বিশ্ব। আরে—তা'র সঙ্গে মেশে কে?

জয়। দেখ্‌তে যেন নব কার্ত্তিকটী বাবা! তোমাদের মতন এমন কান্‌কো-ভাঙ্গা চেহারা তো তা'র নয় বাবা!

হরি। ওর চেয়ে লক্ষগুণে ভাল চেহারার পাত্র আমরা দোবো! আপনি মেয়েকে তা'র হাতে দেবেন না!

জয়। এম্ এ, এম্ এস্ সি পাশ ক'রেছে তো বাবা!

হরি। ডিগ্রীগুলো কি দেখেছেন?

জয়। সে গুলো এনে নিজের বাক্সয় রেখেছি বাবা!

মা। দেখ্‌বেন সব জাল কাগজ! তা'র ওপোর,—সে ইন্‌সল্‌ভেন্‌সির জন্যে দরখাস্ত ক'রেছে!

জয়। বাজে কথা কইছ কেন বাবা ? তা'র বাপের অত বড় বাড়ী,—
দু'তিন খানা মোটর—

হরি। সব বাঁধা—সব mortgaged !

জয়। রেজিষ্ট্রি অফিসে যে খোঁজ নিইছি বাবা !

হরি। (স্বঃ) নাঃ—সুবিধে নয় !

জয়। শোনো বাবা—আমি সহজে মেয়ে দিচ্ছিনা,—তোমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তবে তোমরা যে মতলব করে এসেছ,—আমাকে অবলা পেয়ে পথের মাঝখানে ঠকিয়ে যাবে, তা হ'চ্ছেনি বাবা ! তা'র এদিক্‌কার সমস্ত খবর নিয়েছি, বুঝলে বাবা ? তোমাদের একটা কথাও লাগ্‌লো না ! তবে একটা মস্ত খবর নিতে চলিছি বাবা, সেটা যদি ঠিক না হয়,—তা'হ'লে কোন্ শালা তা'কে মেয়ে দেয় !

সকলে। কি খবর—কি খবর ? বলুন না—আমরা সঠিক ব'লছি !

জয়। বোল্‌বনা বাবা—এখুনি তা'হ'লে তোমরা আমায় ঠকিয়ে দেবে !
আমি চল্লুম !

সকলে। শুনুন্ না মশাই—শুনুন্—শুনুন্—

জয়। পাছু নিওনা বাবা ! ঐ দেখ্‌ছ লালমুখো সার্জ্জন, এখুনি ডেকে ধরিয়ে দোবো ! "লুট্ ক'ল্লে" ব'লে চেঁচাব ! (জয়শঙ্করের প্রস্থান)

হরি। সুবিধে হ'লনা তো !

অশ্ব। দীনবন্ধু বাবু ব'লেছেন—

"যে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হ'লে কে কোথায় মরে ?
তুফানে পড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাল ॥"

সকলে। ভ্যালা মোর দাদারে! ঠিক বলেছ! ভাল কাজে উৎসাহশূন্য হ'লে চলে না! Failure is the pillar of success!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন্ কোম্পানির অফিস্।

ম্যানেজারের কক্ষ।

প্রোপ্রাইটার্ গুর্ম্মুখলাল ও আমোদকুমার।

(টেবিলে খাতাপত্র খোলা)

গুর্ম্মুখ। ভুল এখনও বিস্তর পাবেন বাবু সাহেব! এক সপ্তাহে আশী হাজার টাকার ভুল বাহির হয়েছে, আমার খব বিশ্বাস—আপনি আর এক সপ্তাহ এই 'রকম মেহন্নৎ ক'ল্লে—আরও দেড় লক্ষ—দু'লক্ষ টাকার ওপোর চুরি ধ'র্ত্তে পার্ব্বেন!

আ। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্! সমস্ত account তো গোলমাল দেখ্ছি! আপনারা এত বড় Business ক'চ্ছেন,—auditor রাখেন নি?

গুর্ম্ম। বড়বাবু—accountant বাবুরা রাখ্তে দেননি,—আমরা কি ক'র্ব্ব বলুন? অনেক বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, তা'র হাতে হাতে ফল পেয়েছি! প্রধান চোর ছিল,—অফিসের ম্যানেজার-বাবু! তা'কে আমরা Prosecute ক'র্ব্ব!

আ। যে রকম কাণ্ড হয়ে আছে,—অন্ততঃ ছয় মাস রাত্র সব খাতে আমাকে

দুর্ম্মুখ। আপনার মত একজন উপযুক্ত বিদ্বান বুদ্ধিমান young manএর সাহায্য না পেলে আমাদের এই এত বড় Business কিছুতেই চ'ল্‌তে পারেনা! আপনি যা'কে ইচ্ছা হয় রাখুন,—যে auditor আবশ্যক হয়,—engage করুন! এই দেখুন,—আমার Partner সুন্দরলাল—পঞ্জাব থেকে কি চিঠি দিয়েছেন! আপনাকে অফিসের charge মিলের চার্জ্জ্ দুই-ই নিতে হবে!

আ। আমি তো আপনাদের Service accept ক'রেচি,—আর আমাকে বেশী ব'ল্‌ছেন কেন?

দুর্ম্মুখ। আপাততঃ মাসে পাঁচশ' টাকা নিয়ে আপনাকে কাজ ক'র্ত্তে হবে! তা'র পর, আমার Partner আসুন, তখন আপনার গাড়ীভাড়া motor allowance ঠিক করে দোবো! আর দেখুন, আপনি আমাদের খুব আপনার লোক,—দোলগোবিন্দ বাবুর ভাই! আপনি—

আ। Remunerationএর কোন কথা তো আমি কইনি! কেন এ কথা প্রত্যহ আপনি উত্থাপন করেন? যাক্‌,—আমি এখন চল্লুম। আজ আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। দেখুন, money is no question to me! আমি Business শেখ্‌বার জন্যেই আপনাদের Firmএ—আমার ছোড়দার পরামর্শে join ক'রেছি! তবে আপাততঃ আমার অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় ব'লেই—

(দোলগোবিন্দের অফিস্ পোষাকে প্রবেশ)

দো। আর তোমায় ডেপোমি ক'র্ত্তে হবেনা! প্রাতঃকালে বেরিয়েছ—আমার মোটরেই বাড়ী যাও! আর সেদিন যা' Promise ক'রে এসেছি,—সেটা যেন আজ রক্ষা হয়!

বা। ওঁ র—ঐ জমীদারের বাড়ীতে?

দো। হাঁ —হাঁ—থেকে থেকে ন্যাকা হোস্ কেন? একেবারে গিয়ে তোমা'র সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'র্ব্বি—

আ। তুমি যখন ব'ল্‌ছ—যেতেই হবে!

দো। এটি কৃকার কি রকম দেখ্‌লি বল্ দিকি?

আ। Bank-Balance অর্থাৎ Cash in hand অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা াকা উচিৎ! আর একটা কথা দেখুন Proprietor বাবু, বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে কোন্‌গুলো জানেন? Millএর Daily Production,—Stock at least weekly,—Stores ccount,—Cash outstanding! এ সমস্ত যদি নখদর্পণে াকে,—তা'হ'লে সব দিক থেকে চুরির পথ বন্ধ হয়!

গুমুর্খ। আপনি যা ভাল বুঝ্‌বেন—তাই ক'র্ব্বেন! আমাকে কেন ল্‌ছেন বাবু?

আ। আ া—আসি তা'হ'লে! তুমি কখন্ আস্‌ছ ছোড়দা'?

দো। আ রায়েদের বাড়ীতে যতক্ষণ না যাই তুই একটু অপেক্ষা রিস্,—জান্‌লি?

আ। তা হ'লে—ত্ব'পাঁচ ঘণ্টা দেরী কোরোনা যেন! আমি গিয়েই মাটরখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি— (আমোদের প্রস্থান)

গুমুর্ক। এমন intelligent ছোক্‌রা তো কখনো দেখিনি ঘোষাল বাবু!

দো। আশীর্ব্বাদ কর—যেন বেঁচে থাকে।

গুমুর্খ। এখন উপায় কি? সুন্দরলাল তো আস্‌ছে,—বোধ হয় বড় দিনের আগে! তা'র আগে অন্ততঃ তিন লাখ্—সাড়ে তিন লাখ টাকা Bengal National Bankএ জমা রাখ্‌তে হবে!

দো। Money-market ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমি তো ক'দিন ধরে কিছু ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা!

গুর্ম্ম। আরও এক কথা,—একটা Finance কর্ব্বার লোক পেছনে না রাখ্‌লে—এত বড় Business চালানোই দায়! আচ্ছা ঘোষাল-বাবু! আপনি যে বলেছিলেন,—শাঁখারিটোলার রায়বাবুর কাছ থেকে টাকার কিছু সুবিধে ক'র্ত্তে পার্ব্বেন—

দো। অবহেলে পারি। তোমরা মনে ক'ল্লে এখ্‌নি পার!

গুর্ম্ম। কি ক'রে—কি ক'রে?

দো। তাঁ'র জামাইকে তোমাদের Partner করে নিতে পার?

গুর্ম্ম। তাঁ'র জামাই? জয়শঙ্করের রায়ের জামাই আমাদের Partner হবে? (উঠিয়া) ঠাট্টা ক'চ্ছেন নাকি—ঘোষাল বাবু?

দো। কি মনে হয়?

গুর্ম্ম। তাঁ'র তো তিনকুলে আর কেউ নেই কেবল এক মেয়ে! তাঁর জামাই Firmএর Partner মানে পেছন দিকে অন্ততঃ-পক্ষে—

দো। ৭০।৮০ লক্ষ টাকার বল!

গুর্ম্ম। কোন উপায় আছে কি?

দো। কত Partner ক'র্ত্তে পার?

গুর্ম্ম। সিকি তো এখুনি পারি। সুন্দরলাল এলে,—বোধ হয় আরও বেশী পারি।

দো। লেখো—এই দশ টাকার ষ্ট্যাম্পে—

গুর্ম্ম। কি লিখ্‌বো বলুন!

দো। "বাসদেবপুরের জমীদার—কলিকাতা ৩৭।৩৮ নম্বর শাঁখারি

টোলা ষ্ট্রীট্ নিবাসী—শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর রায়ের জামাতা”—লিখেছো ?

শুর্ম্ম। হ্যাঁ—লিখিছি বই কি ?

দো। লেখো,—“স্বর্গীয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের পুত্র কলিকাতা ৬ নম্বর শাঁখারিটোলানিবাসী,”—থাম্‌লে যে ?

শুর্ম্ম। কা'র কথা ব'ল্‌ছেন !

দো। লেখো—“শ্রীযুক্ত আমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ এম্-এস্-সি—”

শুর্ম্ম। এ্যা—তাই নাকি—তাই নাকি ?

দো। শেষ কর। “শ্রীযুক্ত আমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,—২৪ পরগণাভুক্ত পানিহাটী গ্রামস্থিত জুট্‌মিল্ ও কট্‌ন্ মিল্,—যাহা “দি বেঙ্গল্ জুট্ ও কট্‌ন্ কোম্পানি” নামে প্রচারিত, এবং যাহার অফিস ৬২এ নম্বর, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, কলিকাতায় অবস্থিত,—সে সমস্ত কারবারের সিকি ভাগের অংশীদার সাব্যস্ত হইলেন। ইতি তারিখ ১৭ই অক্টোবার সন ১৯২৪”। Per pro দিয়ে নাম সই কর। দাও—আমি একটা সাক্ষ্য হই,—আর তোমার ভাইপো চন্দনলালকে দিয়ে একটা সই করিয়ে দাও।

শুর্ম্ম। জয় বিশ্বনাথ জি ! এত কাণ্ড আপনার ভিতরে ? (ঘণ্টা টিপিয়া)—চন্দনলাল বাবু !

(চন্দনলালের প্রবেশ)

শুর্ম্ম। একটা Signature করো,—আর এর একটা copy রেখে,—পাকা Share-ledgerএ entry করে নিয়ে—কাগজখানা দিয়ে যাও। (চন্দনলালের প্রস্থান)

শুর্ম্ম। আমার যেন স্বপ্ন মনে হ'চ্ছে! সত্যি কি আমোদ বাবু--

দো। যদি মিথ্যে হয়—তোমাদের তো কোন ক্ষতি নাই! আমোদকুমার বাঁড়ুয্যে যদি জয়শঙ্কর রায়ের জামাতা না হয়ে—অন্য কেউ জামাতা হয়,—তা'হ'লে তো আর আমোদকুমারকে তোমরা Partner ক'চ্ছ না!

শুর্ম্ম। না—না মাপ্ ক'র্ব্বেন—বোনাল বাবু এ বিষয়ে আর further discussion করা আমার উচিৎ নয়!

(চাপ্‌রাশির প্রবেশ ও চিরকুট্ প্রদান)

শুর্ম্ম। কি—ব্যাপার কি? নাম্ না ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেই Mr Ray হাজীর যে! বাবুকো সেলাম্ দেও— (চাপ্‌রাশির প্রস্থান)

দো। বুড়ো ব্যাটা স্বয়ং হাজীর নাকি? এই মরেছে রে! কোন ব্যাটা দালাল বোধ হয়—এই অফিসের নাম করে টাকা মার ক'র্ত্তে—

(জয়শঙ্কর রায়ের প্রবেশ)

জয়। Good morning—নমস্কার বাবু সাহেব

শুর্ম্ম। আইয়ে আইয়ে—বৈঠিয়ে! কি সৌভাগ্য রায় মশাই—

দো। আপনি হঠাৎ কি মনে ক'রে?

জয়। এলুম একবার খবর নিতে! শুনলুম,—আপনারা গরম কাপড় চোপড় মিলে তৈরী করাচ্ছেন কিনা—

শুর্ম্ম। নিশ্চয়ই! খুব ভাল সার্জ্জ্ এবার আমাদের Productionএর বন্দোবস্ত হ'চ্ছে,—আর সকল রকম বনাৎ—উল্—মায় ভাল কম্বল পর্য্যন্ত আমরা তো বরাবর তৈরি ক'চ্ছি। তা আপনার নমুনার দরকার হয়তো—আপনার জামাইকে দিয়ে আমরা পাঠাতে পারি—

জয়। এঁ্যা—আমার জামাই ?

(চন্দনলালের প্রবেশ ও উক্ত লেখাপড়া প্রদান)

দো। হ্যা—হ্যা—হ্যা—রায় মশাই—এঁরা সব খবর রাখেন! কেম মশাই ?

গুর্ম্ম। নিশ্চয়ই। তিনি হ'লেন আমাদের Partner

দো। এই দেখুন—আবার একটা নতুন fresh লেখাপড়া—(লেখাপড়া কাগজখানা জয়শঙ্কর রায়কে প্রদান)

জয়। (পড়িয়া মহানন্দে) এঁ্যা—বটে—বটে ?"

গুর্ম্ম। আজ্ঞে হাঁ—আপনি আমাদের আপনার লোক—

জয়। আমোদকুমার বাঁড়ুয্যে—আপনাদের Partner ?

গুর্ম্ম। উনিই তো আপনার জামাতা ?

জয়। নিশ্চয়ই। ওর চোদ্দপুরুষ আমার জামাতা! সে আমার মাথা মণি জামাতা! আরে বাপ্‌রে—বাপ্‌রে! এদিকে গোপেশ বাঁড়ুয্যের ছেলে,—দেখ্‌তে যেন জ্যান্ত কার্ত্তিক,—এম্‌-এ এম এস্‌সি,—আবার তা'র ওপোর Bengal Jute & Cotto Co.র সিকি বখ্‌রাদার! বোলাও মোটর—বোলাও মোটর আজ হাম মোটরে যাঙ্গা! ফুলের মালা কিনে নিয়ে যাঙ্গা—

গুর্ম্ম। আস্তে—আস্তে মিষ্টার রায়! কি ব্যাপার কি ?

দো। (জনান্তিকে) একটু খেপ্‌চুরিয়াস্‌ আছে! কিছু ভয় নেই! এ দিন তো জান্‌তো না যে নিজের জামাই এখানকার বখ্‌রাদার!

জয়। আমি যাই—গুর্ম্মুখ বাবু আমি চল্লুম। এ কাগজখানা আমি নিতে পারি ?

গুর্ম্ম। ওটা আপনার জামা'য়ের কাছে থাক্‌লেই ভাল হয়না ?

জয়। আমার কাছে থাকা চাই—আল্‌বৎ চাই! আহা—কি বরাত—কি বরাত! আজ দশ বৎসর ধ'রে যা খুঁজিছি—ঠিক তাই? সুপাত্র—সুপাত্র—অমন জামাই কোন্ শালার হয়? দোল্ বাবু—গুস্মুখ বাবু—আজ—আজ আমার বাড়ীতে একটু মিষ্টিমুখ—

দো। নিশ্চয়—নিশ্চয়! এখন চলুন—পরের অফিসে আর লম্ফঝম্প করেনা! আমার মোটর আপনাকে পৌছে দিয়ে আসবে! আপনি চলুন!

জয়। মেরে দিইছি—মেরে দিইছি—একেবারে মস্ত কেল্লা মেরে দিইছি! আর দেরি নয়—আর দেরি নয়! আজই—এখুনি হেস্তোনেস্তো ক'র্ব্ব! তুমি আজ আমার বাটীতে এসো—দলু বাবু—তোমার আজ আসা চাই! হুঁ—হুঁ—বাবা—আমার ঠকায় কোন্ শালা? আমার ঠকায় কোন্ শালা?

দো। আরে রাধামাধব! বসুন গুস্মুখ বাবু—আমি এঁকে মোটরে তুলে দিয়ে আস্‌ছি!

সূর্য্য। টিফিন্‌ঘরে একেবারে উঠে যাবেন—

(জয়শঙ্করের ও দোলগোবিন্দের প্রস্থান)

চন্দন। ইনি কে?

সূর্য্য। Multi-millionaire জয়শঙ্কর রায়!

চন্দন। তিনি? এ্যাঁ—সে কি? তাঁ'র এমন পোষাক কেন? মাথা খারাপ নাকি?

সূর্য্য। টাকার গরমে মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু লোকটার বিস্তর টাকা! যা'কে বলে—ধনকুবের! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রঙ্গিণীগণ।

গীত।

কোন্ দেশে কোন্ খানে বেজায় সস্তা তুমি টাকা?
খাট্‌বনা খুট্‌বোনা—গেলেই পাব ঝাঁকা ঝাঁকা!
(ওগো) কোথায় তোমায় পাই?
তুমি কিসে আছ ভাই? (ও রূপচাঁদ!)
ভেবে সদাই কাহিল মোরা—(তবু) অন্ত নাহি পাই;
(তোমার) লীলাখেলা ভোজের বাজী,
(কিছুই) যায়না বোঝা যাওয়া—থাকা॥
(ক'রে) কত কষ্ট গতর নষ্ট,—ক'ল্লে যাদু পাশ্
(এম্ এ, বি, এল্),
বেরিয়ে এল লুট্‌তে তোমায় হাতে ডিগ্রীফাঁস্;
(তা'রে) পাশ কাটিয়ে (সাফ্) প'ড়লে স'রে—
খাইয়ে বিষম ধোঁকা॥
(ও রূপচাঁদ!)
বুদ্ধিতে "বেস্পতি" যা'রে বলে খুব চালাক,
"উদ্যোগী পুরুষসিংহ"—বাজারে নামডাক,—
(কিন্তু) তোমা বিনে সকলই তা'র ফাঁক,
(ও রূপচাঁদ!)
(তুমি) স্বর্গ,—ধর্ম্ম,—চতুর্ব্বর্গ,—
(তুমি) মা—মাসী—বাপ্—জ্যাঠা—কাকা!!!
(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

জয়শঙ্করের অন্তপুর।

বট্‌ঠাকুমা, দনুজদলনী ও আমোদকুমার।

দ। এম্‌-এ পাশ সবাই ক'রে,—তা'র আবার জারিজুরি কিসের? এম্‌-এও যা,—ও মেয়েও তা! তুমি তো মেয়েদেরই সামিল! যদি বল এম্‌-এস সি,—সেটাও একরকম মাসিপিসির সামিল,—ও স্ত্রীলোক ব'লেই ধরে নিতে হবে!

আ। তা'—আমাকে এতক্ষণ এখানে ধরে রাখ্‌বার অর্থ কি?

ব-ঠা। এক পাড়ায় এতকাল আছি—কখনো তো আলাপপরিচয় হয়নি,—একটু ঘরে ব'সে কথাবার্ত্তা কইগে চলনা!

আ। নাঃ—ঘরের ভেতর বসা—বিশেষতঃ অন্দরমহলে, সেটা পরপুরুষের কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নয়! আমি বরং বাহিরে বৈটকখানায় বসিগে—

দ। অত চালাকীতে আর কাজ নেই! ভদ্রলোক এলে—জলটল না খাইয়ে কি ছেড়ে দেওয়া যায়? কর্ত্তা-মা! তুমি জলখাবারের জ্যায়গা করগে,—আমি বাবুসাহেবকে পাকড়ে নিয়ে যাচ্ছি!

ব-ঠা। তাই আয়। তুই শক্ত সোমোত্তো আছিস্‌—তুই পার্ব্বি! আমি বুড়োহাব্‌ড়া মানুষ,—ঐ সা-জোয়ান্‌ মদ্দ যদি আমায় একটা ঝট্‌কানি মারে,—তা'হ'লে এখুনি কুম্‌ড়ো গড়াতে সুরু ক'র্ব্ব!

(বট্‌-ঠাকুমার প্রস্থান)

আ। সত্যি ব'ল্‌ছি—তোমাদের কি মতলব্‌?

দ। কাণ কেটে চোরের শাস্তি দোবো! এই মতলব্‌—আর কি?

আ। আমি কি চুরি ক'ল্লুম ?

দ। আমার কিছু করনি,—যা'র চুরি ক'রেছ মশাই—সে ঐ আস্‌ছে—

(প্রভারাণীর প্রবেশ)

আ। এ কি ? সত্যিই যে প্রভা আস্‌ছে ! ছি—ছি এটা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় !

প্রভা। জান্‌লা দিয়ে কথা ক'য়ে অবলার মন ভোলানোটা অন্যায় হয়নি ? তখন সাধুগিরি কোথায় ছিল ?

আ। মানুষের কি ভুল হয়না ? তা'র জন্যে তো কত মাপ চেয়েছি ?

দ। খুন ক'ল্লে মাপ হয়না ! সেটা জানা আছে মশাই ?

আ। তা' বিলক্ষণ জানা আছে ! কিন্তু সত্যিতো আমি খুন করিনি—

দ। আলবৎ ক'রেছ !

আ। এঁ্যা সে কি ? কা'কে ?

দ। আমার বোন্‌কে ! এই যে তোমার সাম্‌নে হত—নিহত—গত—মৃত বক্ষে ভীষণ ক্ষতপ্রাপ্ত বোন্‌টা আমার,—কি রকম মরা লাস হ'য়ে বেউড়ে বাঁশের মতন দণ্ডায়মান,—তা দেখ্‌তে পাচ্ছনা ?

আ। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বোন্‌কে নিয়ে রহস্য কর,—আমি পালাই !

দ। পালাবে বইকি ? মাইরি ? তা জানিনা ?

গীত।

খুনী আসামী তুমি কোথায় যাবে পালিয়ে ?
সিঁদ্‌ কেটেছে, ঘর ঢুকেছ,
গেরোস্তোর সব লুটে নেছ ;—

ঘাল ক'রে দেছ,—
আঁতে ছুরি চালিয়ে ॥
ধরেছি হাতে-নাতে ছাড়ান্ নেইকো আর,—
রাইয়ের দরবারে কালার হবে হে বিচার ;
(দেবে) ছ'মাস ফাসি,—
তা'র ওপোরে দ্বীপান্তর আবার ;—
(হাজতে) ফ্যানে-ভাতে পাবে খেতে,—
(কয়েদীর) সেই পোলাও কালিয়ে ॥

অ। তবে কি ফাঁসি দেবে নাকি ? না—না—সত্যি ব'লছি—এখানে আর আমার থাকা উচিৎ নয় ! আমি বুঝ্তে পাচ্ছিনা—তোমাদের কি উদ্দেশ্য,—আর আমার ছোড়দা'রই বা অভিপ্রায় কি ? আমি সেই সকালবেলা না খেয়ে আফিসে বেরিয়েছি, তা' জেনেও কেন তিনি হঠাৎ তোমাদের বাড়ীতে আমাকে আজ আস্তে ব'ল্লেন ! শুধু আস্তে বলা নয়,—তাঁ'র এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমায় অপেক্ষা ক'র্ত্তে বল্লেন ! তবে কি তিনি পরীক্ষা ক'র্ত্তে চান—যে, প্রভাকে দেখে আমি চঞ্চল হই কি না ? আমি প্রভাকে ভুল্তে পেরেছি কি না ?

প্র। সত্যি কি তুমি আমায় ভুল্তে পেরেছ ?

অ। তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা ব'ল্বনা,—আমি এখনও তোমায় ভুল্তে পারিনি। কিন্তু আমি তোমায় ভুল্তে চাই এবং ভুল্বো,—এটা স্থির জেনো। তুমি ক্রোরপতির কন্যা—আমি দীনদরিদ্র,—আমার সঙ্গে তোমার বাপ কখনই তোমার বিবাহ

দেবেন না! তবে অনর্থক কেন তোমায় আমি মনে রাখবো? তোমাকে না ভোলা ছাড়া আমার তো কোন উপায় নেই!

প্রভা। কিন্তু আমি তো তোমায় ভুলতে পার্ব্বনা! তা'র উপায় কি ব'লে দাও!

দ। নিদেন একটা শক্ত দাওয়াই দিয়ে যাও!

আ। দাওয়াই হ'চ্ছে,—এ বাড়ী থেকে পত্রপাঠ চলে যাওয়া—এবং তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা না করা— (প্রস্থানোদ্যত)

(জয়শঙ্কর রায়ের প্রবেশ এবং প্রভা ও দনুজদলনীর দ্রুত প্রস্থান)

জয়। তা'কি হয় বাবাজি—আর তা'কি হয়? মেয়েটী আমার এতকাল তোমার জন্যে যে জীইয়ে রেখেছি,—সেকি তুমি আজও বুঝে উঠ্‌তে পারনি? তা' যদি না পেরে থাক বাবা—তা'হ'লে তোমার এম্-এ পাশ্‌কেই ধিক্!

আ। মশাই! আমি আপনাকে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বল্‌বার জন্যই এতক্ষণ আপনার বাড়ীতে অপেক্ষা ক'চ্ছিলুম! দেখুন, আপনি যদি কারুর কাছে আমার সাংসারিক অবস্থাসম্বন্ধে কিছু অতিরঞ্জিত সংবাদ শুনে থাকেন, তা'হ'লে তা' ভুল শুনেছেন! আমি শুনেছি এবং জানি যে, আপনি খুব বড় ব্যবসাদার—ধনবান পাত্র না হ'লে—আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন্ না! সুতরাং—সে হিসাবে আমি কিছুতেই আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র নই! অত্যধিক স্নেহবশে আমার ছোড়দা',—আজ অত্যন্ত দুঃখের সহিত এ'কথা আপনাকে জানাতে হ'চ্ছে—যে, আমার পিস্‌তুতো ভাই দোলগোবিন্দ বাবু,—আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবার জন্য—

(দোলগোবিন্দ, কামিনীসেবক ও পটলচাঁদের প্রবেশ)

দো। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যে কর্ত্তামশাই ? আমি ব'লেছি—, ও ছোঁড়া ভয়ানক মিথ্যেবাদী,—ধাপ্পাবাজ্, ঠক্,—আর—আর কি বলে—তাই ? ওর মতলব্ কি জানেন ? ও আপনার মেয়েকে বিবাহ না ক'রে—দর্শনপুরের রাজার মেয়েকে বিয়ে ক'র্ব্বে ! বাস্ বাবা—খোলাখুলি কথা আজ সাফ্ ব'লে ফেল্লুম ? কর্ত্তামশাইকে তো আমি ঠকাতে পারিনা !

জয়। এ্যাঁ—তাই নাকি—তাই নাকি ?

দো। নিশ্চয়ই। নইলে,—জলজ্যান্ত ঐ লেপাপড়াটা আপনার হাতে ধড়ফড় ক'চ্ছে,—আপনি স্বচক্ষে স্বকর্ণে দেখে শুনে খবর নিয়ে এলেন,—আর ছোঁড়া এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—এম্ এ পাশের বাঙ্গ্লা সাহিত্য আওড়াচ্ছে ?

জয়। তা' কি ক'র্ত্তে হবে ? এখন আমায় কি ক'র্ত্তে হবে বলুন দিকি ঢুলুবাবু ? ওরে বাবা—ওরে বাবা—এমন পাত্র হাতছাড়া হবে ?

দো। সঁপে দিন—এই আমি জোর ক'রে ধ'রে রাখ্ছি (আমোদের হাত ধরিয়া) দিন্—দিন্—কর্ত্তামশাই—যা থাকে কুলকপালে—দিন্ সঁপে—

আ। ছোড়দা'—ছোড়দা'—এটা কি ভাল হ'চ্ছে ?

দো। ফের্ যদি কথা কইবি,—মার্ব্ব এক চড়্ ! কইগো বট্‌ঠাকুমা—কর্ত্তা-মা,—বড়দি',—মেজদি',—ছোট মাসি,—মেজ পিসি,—গোব্‌রা ঠান্‌দি'—একবার শাঁখ্‌টা নিয়ে এস—শিগ্‌গীর—

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

দো। ঐ—শাঁখ বাজাচ্ছে! আসুন কর্ত্তামশাই—ঐতো হাতের কাছে প্রভা দাঁড়িয়ে,—ওকে নিয়ে আসুন! আমি ছোঁড়াকে বাগিয়ে ধ'রে আছি,—গোধুলি লগ্নে দিন্ সঁপে—দিন্—দিন্—

জয়। আয়—আয়—প্রভা আয়—শিগ্‌গীর আয়—চলে আয়—জল্‌দি—জল্‌দি! (ভিতর হইতে প্রভাকে টানিয়া আনিয়া) এই নে—এই নে—তুই এক ছড়া মালা নে! ওরে বাবা—ওরে বাবা—এমন পাত্র হাতছাড়া হ'লে আমি যে চৌয়া ঢেঁকুর তুলে মরে যাব! দে মা প্রভা—ছোকরার গলায় মালাছড়াটা একবার চোককাণ বুঁজে ফেলে দে—দে—দে! নইলে কোন্ ব্যাটা এক রাজা দর্শনলালের মেয়ের গলায় ওর হাতের মালাটা ছট্‌কে গিয়ে পড়বে! (প্রভার মালা গ্রহণ)

দো। মাথা নীচু কর্—আমু—মাথা নীচু কর্! তবু শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল! ঘাড় হেঁট্ কর্—বদ্‌মায়েস্—তোর যেমন কর্ম্ম তেমি ফল্ হ'য়ে যাক্!

আ। ছোড়দা',—

দো। আবার বলে "ছোড়দা"! ভট্‌চায্—ভট্‌চায্—ওরে রামসদয়! ওরে ব্যাটা নেপ্‌লা—আগুরির পো—সব দলবল নিয়ে—ভেতরে আয়না বাবা—

(ভট্টাচার্য্য, প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষগণের সহিত টোপরহস্তে নেপালের প্রবেশ—এবং বাটীর ভিতর হইতে পুরবাসিনীগণের বহিরাগমন)

দো। এসেছিস্ নেপ্‌লা? টোপোর এনেছিস্? দে—দে—পরিয়ে দে! ব্যাটা আগুরির পো—তুই এ বিয়ের প্রজাপতির গাথ্‌না!

জয়। অ—মা প্রভারাণী—দাঁড়িয়ে রইলি কেন মা? দে মা,—মালাটা হাতে ক'রে তুই দে,—কাজটা হ'য়ে যাক্! দে—দে—লজ্জা করিস্‌নি! ওরে—আমি মালা দিলে যে তোর বিয়ে হ'বেনা; নইলে আমিই তড়াক্ ক'রে দিয়ে দিতুম,—তোকে আর কষ্ট দিতুম না,—এত লজ্জায় ফেল্‌তুম না! দে মা—দে— (প্রভাকর্ত্তৃক আমোদের গলায় মালা দেওন)

দে। আমু—আমু—চট্ ক'রে—চট্ ক'রে (আমোদকর্ত্তৃক প্রভার গলায় মালাদান)

আ। ছোড়দা'—এ' কি হ'ল?

দে। তোর বিয়ে হ'ল! শুভ বিয়ে'—বলিদান নয়! যা'কে বলে—দস্তর মতন বি—বা—হ! কর্ত্তামশাই! দিন্—দিন্—হাতে হাতে সঁপে দিন্! ভট্‌চায! আওড়াও বাবা—এগিয়ে এসে. মন্তরতন্তর যা থাকে—আওড়ে দাও—ল্যাটা চুকোও!

ভ। এই যাই—যাই—সরো—ছুঁওনা হে—শালিগ্রাম আছে—(বরকনের নিকটে গমন)

জয়। বাপধন আমোদকুমার! আজ থেকে আমার সমস্ত ধনদৌলতের চেয়েও প্রাণের জিনিষ—মায়ার জিনিষ—আদরের জিনিষ—এই প্রভারাণীকে নারায়ণ সাক্ষ্যি ক'রে তোমার হাতে সমর্পণ ক'ল্লুম! যে পাত্র আজ দশ বৎসর ধ'রে খুঁজ্‌ছি—সেই মনের মত পাত্র—আমায় এতদিনে বিধাতা মিলিয়ে দিলেন! আশীর্ব্বাদ করি—সুখে থাক। সে ব্যাটা দর্শনলালের মেয়েটেয়ের কথা ভুলে যাও বাপ্ আমার! (উভয়ের হস্ত একত্রীকরণ) (পুরবাসিনীগণের শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

দো। যাক্ বাবা—বাঁচা গেল! এইবার দু'জনে জান্‌লা থেকে লাফিয়ে এ ওর ঘরে যাক্,—ও এর ঘরে আসুক্,—কিম্বা একটা বড় চওড়া তক্তা—এ জান্‌লা থেকে ও জান্‌লা পর্য্যন্ত পেতে দিয়ে স্কেটিং খেলুক্,—আমার কোন দুঃখ নেই,—কোন কথা বল্‌বার নেই!

জয়। তা'—তা' দলুবাবু—অনেক ভদ্দরলোক সব জমায়েৎ দেখ্‌ছি, তা'—তা' খাওয়া দাওয়া—তা' তা'—

দো। কিছু ভাব্‌বেন না কর্ত্তামশাই! সমস্ত বন্দোবস্ত মামার বাড়ীতে করিছি,—দু'হাজার লোকের খোরাক্! বুঝ্‌লি রে রাস্‌কেল্—কেন সকালে তোকে ভাত খেতে না দিয়ে তাড়াতাড়ী কাজে পাঠিয়ে—সমস্ত দিন engage করিয়ে রেখেছিলুম? কারণ, আমি জানি তোর জোর বরাত! যে সৎ—যে মহৎ—যে উদার, তা'র চিরদিনই জোর বরাত!

কা। আমাগরও জোর বরাত! মস্ত কমিশান্ পাব! কি কহেন দা'ঠাউর?

দো। তোমার চেক্‌তো Ready ক'রে রেখেছি বাবা ব্যারিষ্টার-ঘোটক!

পটল। আর আমার কথাটা?

দো। তোর যাত্রার দল তো আজ রাত থেকে বাসরেই বসিয়ে দোবো!

জয়। সবার ওপোর জোর বরাত আমার! সুন্দরী মেয়ে অনেকের হয়,—টাকাও অনেকের থাকে,—কিন্তু সকল দিকে জ্বল্‌জ্বলাট্ এমন সুপাত্র কা'রও হয়না! আমারই জোর বরাত!

সকলে। জোর বরাত! জোর বরাত! জোর বরাত!

পুরবাসিনীগণের মিলনগীত।

যে যা'র ক'নে—যে যা'র বর—
জেনো সেটা আছেই ঠিক্।
মিছে ঘুরে ফিরে মরা, হারা হ'য়ে দিগ্বিদিক ॥
(বরের প্রতি) ও ভাই ! তা'র সনে প্রেম কোরো তবে.
যে তোমার "বৌ" হবে ;—
(কনের প্রতি) ও বোন্ ! তা'র সনে প্রেম কোরো তবে.
যে তোমার "বর" হবে ;—
(নইলে) আগে ভাগে ম'জবে কেন—
ক'রে প্রণয় অলীক ?
সেটা কি ঠিক ? ভেবে দেখনা খানিক ;—
(এমন) জোরা বরাত বা হয় ক'জনার ?
(যেমন) মিলল এ' যুগল মাণিক ॥

—:—

ZAR READING LIBRARY CALCUTTA

যবনিকা।

সমাপ্ত।

শিবমস্তু।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত

নাট্যজগতের কীর্ত্তিধ্বজা—

হাস্যরসাশ্রিত দৃশ্যকাব্য—

সেই

"কেলোর কীর্ত্তি"

মিনার্ভা থিয়েটারে এখনও মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে কেন?

কারণ,

মিনার্ভার জয়ধ্বজা—"কেলোর কীর্ত্তি!"

নাট্যকারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব—"কেলোর কীর্ত্তি!"

অভিনেতৃবর্গের মুখোজ্জ্বল—"কেলোর কীর্ত্তি!"

স্বদেশের আনন্দপ্রস্রবণ—"কেলোর কীর্ত্তি!"

আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জন—"কেলোর কীর্ত্তি!"

মর্ত্ত্যে মৃতসঞ্জীবনী—"কেলোর কীর্ত্তি!"

যাহার চারিদ্দিকেই হাসি—সেই

"কেলোর কীর্ত্তির" পরিচয়—"কেলোর কীর্ত্তি!"

মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

একটা ভারি দরকারি কথা!!

মিনার্ভা থিয়েটারে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই

যুগান্তকারী সামাজিক নাটক

পেলারামের স্বদেশিতা

যাহা উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর আপাততঃ গভর্ণমেণ্ট্—অনুমত্যানুসারে মিনার্ভায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

তাহা কি আপনি পড়িয়াছেন?

যদি না পড়িয়া থাকেন—একবার পড়ুন। শুধু পড়ুন নয়,—একখানি অহোরাত্র নিজের সঙ্গে রাখুন! অবসর পাইলেই একবার একবার পড়িবেন!

যদি আপনি দেশকে ভালবাসেন,

যদি আপনি নিজপল্লীর দুঃখ দূর করিতে চান,—যদি আপনি নিজের জন্মভূমির দুর্দ্দশার শেষ দেখিতে চান,—যদি নিজের চাকুরীজীবনের অবসান করিয়া নিজের উন্নতি করিতে চান,—

যদি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে চান, যদি দেশের ও দশের—নিজের জাতির ও সন্তানসন্ততির মঙ্গল চান,—যদি অধঃপতিত বাঙ্গালীকে আবার উন্নত দেখিতে চান,—

যখন তখন এই "পেলারামের" কথাগুলি পড়িতে থাকুন!

আপনার যদি সখের থিয়েটার থাকে—অবৈতনিক সম্প্রদায়ে "পেলারামের স্বদেশিতা" অভিনয় করুন! ইহাতে আইন কানুন চলে না, ইহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত

—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জনে অপূর্ব্ব উপন্যাসগাথা—

"রত্নাকর"

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনের মত গ্রন্থ !!

রত্নাকর—সাহিত্যজগতের অমূল্য রত্নরাজির আধার !

"রত্নাকরে"—যত ডুব দিবেন তত রত্ন কুড়াইবেন !

"রত্নাকরে" সবই নূতন !

আগাগোড়াই নূতন কথা। "রত্নাকর" সাহিত্যবাজারের "পচা—পুরাতন" জিনিস নয়।

"রত্নাকরে" "চর্ব্বিতচর্ব্বণ নাই"—"থোড় বড়ি খাড়া" আর "খাড়া—বড়ি থোড়" নাই,—

"রত্নাকর"—স্বর্গীয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ দেবভোগ্য জিনিস। পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, উপন্যাসরাজ্যে একটা খুব মনের মতন নূতন রকমের বই পড়িলাম বটে! ছবিতে ভরা; সুন্দর রঙ্গীণ কাপড়ে বাঁধাই,—মূল্য ২৲ টাকা।

রত্নাকরে আছে—

দেশের কথা,—দশের কথা,—বাঙ্গালীসংসারের কথা,—ভারতবর্ষের কথা,—আমাদের অবস্থার কথা,—সুখের কথা,—দুঃখের কথা,—হাসির কথা,—রগড়ের কথা,—বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যের কথা,—অধঃপতনের কথা,—লোকমান্য তিলকের কথা,—মহাত্মা গান্ধীর কথা,—পাঞ্জাবের কথা,—জাতীয় উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথা !

একটা ভারি দরকারি কথা!!

মিনার্ভা থিয়েটারে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই

যুগান্তকারী সামাজিক নাটক

পেলারামের স্বদেশিতা

যাহা উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর আপাততঃ গভর্ণমেণ্ট,—অনুমত্যানুসারে মিনার্ভায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

তাহা কি আপনি পড়িয়াছেন?

যদি না পড়িয়া থাকেন—একবার পড়ুন। শুধু পড়ুন ন,—একখানি অহোরাত্র নিজের সঙ্গে রাখুন! অবসর পাইলেই একবার একবার পড়িবেন!

যদি আপনি দেশকে ভালবাসেন,

যদি আপনি নিজপল্লীর দুঃখ দূর করিতে চান,—যদি আপনি নিজের জন্মভূমির দুর্দ্দশার শেষ দেখিতে চান,—যদি নিজের চাকুরীজীবনের অবসান করিয়া নিজের উন্নতি করিতে চান,—

যদি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে চান, যদি দেশের ও দেশের—নিজের জাতির ও সন্তানসন্ততির মঙ্গল চান,—যদি অধঃপতিত বাঙ্গালীকে আবার উন্নত দেখিতে চান,—

যখন তখন এই "পেলারামের" কথাগুলি পড়িতে থাকুন!

আপনার যদি সখের থিয়েটার থাকে—অবৈতনিক সম্প্রদায়ে "পেলারামের স্বদেশিতা" অভিনয় করুন! ইহাতে আইন কানুন চলে না, ইহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত

—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মনোরঞ্জনে অপূর্ব্ব উপন্যাসগাথা—

"রত্নাকর"

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনের মত গ্রন্থ !!

রত্নাকর—সাহিত্যজগতের অমূল্য রত্নরাজির আধার !

"রত্নাকরে"—যত ডুব দিবেন—তত রত্ন কুড়াইবেন !

"রত্নাকরে" সবই নূতন !

আগাগোড়াই নূতন কথা। "রত্নাকর" সাহিত্যবাজারের "পচা—পুরাতন" জিনিস নয়।

"রত্নাকরে" "চর্ব্বিতচর্ব্বণ নাই"—"থোড় বড়ি খাড়া" আর "খাঁড়া—বড়ি থোড়" নাই,—

"রত্নাকর"—স্বর্গীয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ দেবভোগ্য জিনিস। পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, উপন্যাসরাজ্যে একটা খুব মনের মতন নূতন রকমের বই পড়িলাম বটে! ছবিতে ভরা; সুন্দর রঙ্গীণ কাপড়ে বাঁধাই,—মূল্য ২৲ টাকা।

রত্নাকরে আছে—

দেশের কথা,—দশের কথা,—বাঙ্গালীসংসারের কথা,—ভারতবর্ষের কথা,—আমাদের অবস্থার কথা,—সুখের কথা,—দুঃখের কথা,—হাসির কথা,—রগড়ের কথা,—বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যের কথা,—অধঃপতনের কথা,—লোকমান্য তিলকের কথা,—মহাত্মা গান্ধীর কথা,—পাঞ্জাবের কথা,—জাতীয় উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথা !

একটা ভারি দরকারি কথা!!

মিনার্ভা থিয়েটারে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই

যুগান্তকারী সামাজিক নাটক

পেলারামের স্বদেশিতা

যাহা উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর আপাততঃ গভর্ণ-মেণ্ট—অনুমত্যানুসারে মিনার্ভায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

তাহা কি আপনি পড়িয়াছেন ?

যদি না পড়িয়া থাকেন—একবার পড়ুন। শুধু পড়ুন —একখানি অহোরাত্র নিজের সঙ্গে রাখুন! অবসর পাইলেই একবার বার পড়িবেন!

যদি আপনি দেশকে ভালবাসেন,

যদি আপনি নিজপল্লীর দুঃখ দূর করিতে চান,—যদি আপনি নিজের ভূমির দুর্দ্দশার শেষ দেখিতে চান,—যদি নিজের চাকুরীজীবনের অবসান করিয়া নিজের উন্নতি করিতে চান,—

যদি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে চান, যদি দেশের ও দশের—নিজের জাতির ও সন্তানসন্ততির মঙ্গল চান,—যদি অধঃপতিত বাঙ্গালীকে আবার উন্নত দেখিতে চান,—

যখন তখন এই "পেলারামের" কথাগুলি পড়িতে থাকুন!

আপনার যদি সখের থিয়েটার থাকে—অবৈতনিক সম্প্রদায়ে "পেলারামের স্বদেশিতা" অভিনয় করুন! ইহাতে আইন কানুন চলে না, ইহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণীত

—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মনোরঞ্জনে অপূর্ব্ব উপন্যাসগাথা—

"রত্নাকর"

প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনের মত গ্রন্থ !!

রত্নাকর—সাহিত্যজগতের অমূল্য রত্নরাজির আধার !

"রত্নাকরে"—যত ডুব দিবেন তত রত্ন কুড়াইবেন !

"রত্নাকরে" সবই নূতন !

আগাগোড়াই নূতন কথা। "রত্নাকর" সাহিত্যবাজারের "পচা—পুরাতন" জিনিস নয়।

"রত্নাকরে" "চর্ব্বিতচর্ব্বণ নাই"—"থোড় বড়ি খাড়া" আর "খাঁড়া—বড়ি থোড়" নাই,—

"রত্নাকর"—স্বর্গীয় অমৃতরসে পরিপূর্ণ দেবভোগ্য জিনিস। পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন, উপন্যাসরাজ্যে একটা খুব মনের মতন নূতন রকমের বই পড়িলাম বটে ! ছবিতে ভরা ; সুন্দর রঙ্গীণ কাপড়ে বাঁধাই,—মূল্য ২৲ টাকা।

রত্নাকরে আছে—

দেশের কথা,—দশের কথা,—বাঙ্গালীসংসারের কথা,—ভারতবর্ষের কথা,—আমাদের অবস্থার কথা,—সুখের কথা,—দুঃখের কথা,—হাসির কথা,—রগড়ের কথা,—বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যের কথা,—অধঃপতনের কথা,—লোকমান্য তিলকের কথা,—মহাত্মা গান্ধীর কথা,—পাঞ্জাবের কথা,—জাতীয় উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথা !

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—

সেকেন্দার শাহ—

(Alexander The Great)

অতি অল্প দিনেই যথার্থই সমগ্র নাট্যজগৎ ছাইয়া ফেলিল।

সুবিধা,—পরিশিষ্ট ভাগে নাটকান্তর্গত গানগুলির স্বরলিপি—পোষাক পরিচ্ছদ সহজে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা,—অভিনয়ের ফটোচিত্র ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

বৈবাহিক (ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

দুই অঙ্কে সমাপ্ত ; মূল্য ॥০ আনা।

উপেক্ষিতা (নাটক)		১৲	ভূতের বিয়ে (নাটক)		।০	সাইন অফ্ দি ক্রস্ (নাটক)		১৲
সৎসঙ্গ	,,	১৲	বিদ্যাধরী	,,	।৵০	গুরু ঠাকুর	,,	।০
ক্ষত্রবীর	,,	১৲	বেজায় রগড়	,,	।০	কলের পুতুল	,,	।০
বর বর্ণিনী(উপন্যাস)		১।০	অভিনয় শিক্ষা		২৲	সওদাগর	,,	॥০

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত—

নার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত

সেই মনোমুগ্ধকারী

পৌরাণিক নাটক

ফুলশর

(তিন অঙ্কে সমাপ্ত)।

"ফুলশরের" এক একখানি গান—লক্ষ টাকা!

,, এক একটী কথার—দাম নাই!

,, এক একটী চরিত্র—কোটীস্বর্ণমুদ্রা!

যে "মহাভারতের কথা অমৃতসমান",—সেই মহাভারতীয়

"অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর"

উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

"ফুলশর" আপনাকে পড়িতেই হইবে,—কারণ,—"ফুলশর' বলেন—

"প্রেম—প্রেম কর সবাই,—প্রেমের ক'জন ধারো ধার ?
কামে প্রেমে কতই প্রভেদ,—না বুঝিলে একাকার!"
আরও কত কি নূতন নূতন কথা—ইত্যাদি!

মূল্য ৮০ বারো আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ এবং সাধনা লাইব্রেরী।